Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালমা আক্তার লিজা

রোলঃ 216020835

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালমা আক্তার লিজা

রোলঃ 216020835

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সালমা আক্তার। আইডিঃ ২১৬০২০৮৩৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জনাব আবদুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Salma Akter Liza

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সালমা আক্তার লিজা

আইডিঃ 216020835

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ...5

আরবি ভাষা পরিচিতিঃ...7

কালজয়ী ভাষা আরবি: 9

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ..10

আরবিভাষার ক্রমবিকাশঃ 15

জাহেলী যুগ:...15

ইসলামী যুগ: 16

উমাইয়া যুগ:...18

আব্বাসী যুগ:...19

আধুনিক যুগ:..19

আরবী ভাষার বিভিন্ন রূপঃ...20

আরবী ভাষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যঃ...24

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব:...30

ভাষাগত দিক দিয়ে আরবি ভাষার গুরুত্ব : 34

বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:...36

সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার গুরুত্বঃ 48

বিশ্বসভ্যতা বিকাশে আরবি ভাষার গুরুত্বঃ 50

সাংস্কৃতিক জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্বঃ 53

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আরবি ভাষা 54
উম্মাহ্‌র পূনর্জাগরণে আরবী ভাষা..56
আমরা কেন আরবি শিখবো?..58
যে ১০টি কারণে মুসলিমদের আরবি ভাষা শেখা উচিত 63
আরবি ভাষা শেখার ১০১ কারণ 70
আরবি শেখার ৭ কারণ..74
ইসলামের সাথে আরবী ভাষার নিবিড় সম্পর্কঃ 77
জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবি ভাষার বিকাশ ধারা..83
আরবি ভাষা শেখায় মহানবী (সা.) যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেনঃ..........84
উপসংহারঃ..93
তথ্যসূত্র:...95

ভূমিকাঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে যত নিয়ামতরাজি দিয়েছেন, ভাষা তার মধ্যে অন্যতম। ভাষার এই মূল্যবান নিয়ামত আল্লাহ অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেননি। এটা এতবড় এক নিয়ামত যে, আল্লাহ তাআলা নিজে ভাষার শিক্ষক। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে ভাষা দান করেছেন। ভাষার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান, দাওয়াহ ও তাবলিগ ভাষার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুরা আর-রহমানের আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اَلرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ.

خَلَقَ الْاِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

পরম দয়ালু (আল্লাহ)। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই শিখিয়েছেন ভাষা। (সুরা আর-রহমান: ১-৪)।

ভাষা আল্লাহ তায়ালার অনন্য দান, শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা মানুষের চিন্তা চর্চার বাহন, মানব পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা রুম : ২১-২২)।

আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অনেক নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ধর্ম প্রচারের প্রধান মাধ্যম ছিল দাওয়াত বা মহা সত্যের প্রতি আহ্বান। আর এর জন্য ভাষার কোনো বিকল্প ছিল না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم ُ

“আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।” (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪)।

ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশক আর চিন্তার বাহনই নয়, বরং একটি জাতির প্রতীক; জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। ভাষার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি জাতির জাতিসত্তা। সেই নির্দিষ্ট ভাষাকে অবলম্বন করে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বিশ্বের কাছে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব তুলে ধরে। ভাষা সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাহন; শিল্পকর্ম ও অগ্রগতির ধারক। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৪ হাজার ভাষা প্রচলিত। এতে যে কয়টি ভাষা উচ্চ সাহিত্যের রূপ নিয়েছে “**আরবি**” সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রাচীন জীবন্ত ভাষা।

আরবী ভাষা শিখার গুরুত্ব সম্পর্কে জানার আগে “আরবী ভাষা” সম্পর্কে জেনে নেওয়া জরুরী।

আরবি ভাষা পরিচিতিঃ

আরবি ভাষা আমাদের দ্বীনের ভাষা। আরবী ভাষা আমাদের কুরআনের ভাষা। আরবী ভাষা আমাদের প্রিয় নবী রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষা।

"**আরবি**" নামটি শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবি ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবি ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য। সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবি। আর আল্লাহ তা'য়ালা জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে তাঁর উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন।

এবং আরবিই সেই ভাষা যার মাধ্যমে জান্নাতে মানুষ একে অন্যের সাথে বা ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

আরবি হলো বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে।

উপরেই বলা হয়েছে, আরবি ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে। কারণ, আরবি হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এভাবে এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্যের সাথে সাথে ঐশ্বরিক উদঘাটনের সাথেও যুক্ত, যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

আরবিকে **'আল আরাবিয়া'** বলা হয়। প্রায় ২৯৩ মিলিয়ন স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকারী এবং বিশ্বব্যাপী মোট ৪২২ মিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। কুরআনের ভাষা হিসেবে এটি সারা বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন মুসলমানের ধর্মীয় ভাষাও। যদিও তাদের

অধিকাংশই আরবি ভাষায় মনের ভাব আদান-প্রদান করে না। কিন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে।

এই ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য। প্রধান বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেক পণ্ডিত একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ বলে মনে করেন। এবং কেউ কেউ বলেন যে, এটিই একমাত্র সত্যিকারের আরবি। কারণ এটাই ছিল সেই ভাষা যে ভাষায় সৃষ্টিকর্তা শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেন।

আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। সব ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এ ভাষা হচ্ছে চিরযৌবনা ভাষা। এর কোনো শৈশব বা বার্ধক্য নেই। এ ভাষায় কুরআন কারিমের অবতরণ একে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

আরবের সবগুলো দেশসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশের জাতীয় ও মাতৃভাষা হচ্ছে আরবি ভাষা। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয়টি ভাষার মধ্যে অন্যতম চতুর্থ ভাষা হচ্ছে আরবি।

এক কথায়, আরবি আজ শুধু আরব জাতি ও মুসলিম জাতির ভাষা নয়; এ ভাষা আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছে। আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা সৃজনশীল। রয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার সক্ষমতা। সভ্যতার যোগাযোগে এর ভূমিকা অনন্য। এ ভাষার রয়েছে শব্দ-বাক্যের বিশালতা; যা অনিঃশেষ বিবরণ দিতে থাকে, কিন্তু ফুরায় না।

কবি হাফেজ ইবরাহিমের ভাষায়, '

আমি সমুদ্রের মতো বিশাল, আমার গভীরে রয়েছে অসংখ্য মণিমুক্তা। তারা ডুবুরিকে জিজ্ঞেস করেছে আমার এ সম্পদের বিষয়ে? কুরআনের ভাষা হওয়ার সুবাদে এ ভাষার কোনো মৃত্যু নেই। এর প্রবাহ অবিনাশী ও অবিনশ্বর। এর বিকাশধারা চির বহমান।

আত্মপরিচয়ে আরবি ভাষাঃ

আরবি ভাষা আরব জাতির এমনকি মুসলিম জাতির আত্মপরিচয়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাদের মূল্যবোধ। আরবি ভাষা মিশে আছে আরব জাতির অস্তিত্ব-চেতনায়।

এর আবেদন আবহমান-চিরায়ত, শাশ্বত। স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনা এ ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির অনন্য পরিচায়ক এ ভাষাসম্পদ। অতএব, আরবি ভাষাকে কেন্দ্র করেই আরবরা স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে।

কালজয়ী ভাষা আরবি:

আরবি ভাষা কালজয়ী ভাষা। কালের প্রবাহ কখনও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। এ ভাষা স্থিতিশীল ও গতিশীল। পৃথিবীর সব ভাষাতেই কোনো এক সময় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন; কিন্তু আরবি ভাষা আল্লাহতায়ালার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃত।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি, প্রচার-প্রসার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার রয়েছে বিরাট ভূমিকা ও অবদান। আর আরবি ভাষা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে

পারে। এ বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো ভাষার নেই। এসব দিকে লক্ষ্য করে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে সাধারণ সভার ২৮তম অধিবেশনে আরবি ভাষাকে এর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১২ সালে জাতিসংঘের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যতম সংস্থা (ইউনেস্কো) এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

এরপর থেকেই বর্তমান বিশ্ব আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তাই ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ

আরবি ভাষার উৎপত্তিঃ

আরবি ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সেমিটিক ভাষাসমূহের একটি ভাষা। এটি প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা । সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই ভাষার সৃষ্টি। অনেকের মতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন।

আল্লামা জালালউদ্দিন আস সুয়ুতি (রঃ) বলেন,

“সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা হলো আরবি। হযরত আদম আ.-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দজ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা ছিল আরবি, এতে কোনো দ্বিমত নেই।”

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

“জান্নাতে আদম (আঃ) এর ভাষা ছিল আরবি।” কিন্তু ভুলবশত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর তিঁনি আরবি ভাষা ভুলে যান এবং তিঁনি সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। অতঃপর যখন তাঁর তাওবা কবুল হয় তখন তিঁনি পুনরায় আরবি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিঁনি দুনিয়ায় আরবি ভাষায়ই কথা বলতেন। সকল আসমানি গ্রন্থ ও সহিফা সমুহ আরবি ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় তরজমা করে তাদেরকে সেই গ্রন্থের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছান। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে কেবল পবিত্র কুরআনই তার মূল ভাষা আরবিতে বহাল রয়েছে।

(আল ইতফান ফি উলুমিল কুরআন. প্রথম খন্ড, পৃ ১৩৬)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল আযহারি (রঃ) বলেন,

“মানুষ দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে আরবি ভাষা শিক্ষা দানের মাধ্যমে এ ভাষার সূচনা করেন। আরবি ভাষা সবভাষার চেয়ে প্রাচীন ভাষা, এর বড় প্রমাণ হলো আল কুরআনের ভাষা আরবি।”

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ১৭৪)

আব্দুল মালিক ইবনে হারিস-এর মতে,

“আদম আলাইহিস সালাম যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, তা ছিল আরবি।”

(আল বুলগা ফি উসুলিল লুগাহ, নওয়াব সিদ্দিক খান)

অতএব আরবিই প্রাচীনতম এবং দুনিয়ার প্রথম ভাষা। আরবি ভাষা থেকেই বর্তমান বিশ্বের অপরাপর ভাষার উদ্ভব।

মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি আদি মানবগুষ্ঠির ভাষার সৃষ্টিও এখানেই।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ আকার, ইঙ্গিত, ইশারা, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু আমরা যদি আল-কুরআন পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই ভাষার সৃষ্টি ।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম তদীয় সন্তান হযরত শীষ আলাইহিস সালামকে শিক্ষাদান করেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের তুফানের বিষয়ে অবগত করান। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। মক্কার ভাষা আরবি। সুতরাং, সৃষ্টি সভ্যতার শুরু থেকেই আরবি ভাষা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

বর্তমান প্রাচীন আরবী-ভাষার রূপরেখায় আমরা যা দেখতে পাই, সব সেমিটিয় ভাষা। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঞ্জন-বর্ণ দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল।

প্রকৃতি আরব ভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরে হেজাজ প্রদেশ, দক্ষিণে ইয়ামেন। তারাই ইয়ারুব ইবনে কাহতান এর বংশধর।
হেজাজীয় ভাষাই এযাবৎকাল আরবি ভাষা নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা হলো আরবি। যদিও আরবি-ভাষার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে কেউ যথার্থ কোন প্রমাণাদি উপস্থাপনে সক্ষম হননি।

ডক্টর আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফির মতে- **"আরবি ভাষা হিজাজ ও নজদ এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে।"**

আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব-এর মতে-

"হযরত নূহ আলাইস সালাম এর প্লাবনের পর 'জুরহুম" নামক এক ব্যক্তি আরবী ভাষায় কথা বলেন।"

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা জানতে পারি যে, আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তিনি

আরবি ভাষা ভুলে যান। পরবর্তীতে তাঁর তওবা কবুল হলে তিনি পুনরায় আরবি ভাষায় কথা বলেন।

দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল। কালের বিবর্তনে আরবি ভাষা সুরানি বা সুরইয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত হয়, যা আরবি-ভাষার বিকৃত রূপ ।
হযরত নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নৌকার সকল যাত্রী এই সুরইয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। অন্য মতে, জুরহুম নামক ব্যক্তির ভাষা ছিল আরবি। তাঁর পূর্বপুরুষরাও আরবি ভাষায় কথা বলতেন ।

অপরদিকে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামও আল্লাহ কর্তৃক আরবি ভাষা প্রাপ্ত হন। একটা পর্যায়ে জুরহুমের অধঃস্তন বংশধর বনু কাহ্তান হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম-এর বংশধরদের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে বসবাস করে। তারা বনু ইসরাঈলের নিকট হতে আরবি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

এমনিভাবে আল কুরআন নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অদ্যাবধি আরবি ভাষা প্রচলিত আছে, যা সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র জীবিত ভাষা।

আরবিভাষার ক্রমবিকাশঃ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০-এর অধিক ভাষা বর্তমানে প্রচলিত। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা গেলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে আরবি ভাষার আধিপত্য ও মর্যাদা আমরা দেখতে পাই।

আরবি-ভাষার আধিপত্যের প্রমাণ আমরা জাহেলী যুগের কবিতা বা কাসিদায় পেয়ে থাকি। এ ভাষার বর্ণগুলো সুরাইয়ানি ও নাবাতানি ভাষা থেকে উদ্ভব।

জাহেলী যুগের বিখ্যাত সপ্তগীতিকা আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ও শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

আরবি-ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন-

জাহেলী যুগ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব সময়কে **'আল-আসরুল জাহেলিয়াহ' অর্থাৎ, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের** যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয়

লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাদের কবিতায় আরবি ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আরবি ভাষা তার গতি প্রকৃতি ছড়িয়েছে।

তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা'ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আশা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমূখ ।

ইসলামী যুগ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান **'আল-কুরআন'** নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে।

আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট **১১** জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন।

উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল।

অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন ‘আম্বার’-এর অধিবাসী ‘মুররা বিন্ মুররা’ এবং ‘আসলাম বিন্ হাফরাহ্’’। কারো মতে ‘হার্ব বিন উমাইয়া বিন্ আবদে শাম্স্ । তিনি ‘হিরারত অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা ‘আম্বার’-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্তা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে।

বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন-

“আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই”।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়।

হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো । জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াত পাঠ করছিলেন। উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের

লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের পণ্ডিত "আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে" সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নক্তা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন, তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

উমাইয়া যুগ:

এই সময়ে নোকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর আল আদওয়ানি। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 'হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ'-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

আব্বাসী যুগ:

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়।

ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আধুনিক যুগ:

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত, যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়।

আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে ।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক ‘নাজিব মাহফুজ’ আরবি ভাষায় তার ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল। আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান।

আরবি শব্দ ভাণ্ডারের মণি-মুক্তায় তার উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীন। আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচিত করেছেন।

এছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদিস ও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, পরকালের ভাষাও হবে আরবি। আরবি ভাষা ১ কোটি ২০ লক্ষ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা জগতে স্বমহিমায় বিকশিত হচ্ছে । পৃথিবীর একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাও আরবি ভাষা।

আরবী ভাষার বিভিন্ন রূপঃ

সাধারণত যে কোন ভাষার দুটি রূপ থাকে একটি আঞ্চলিক ও একটি শুদ্ধ । এদিক দিয়ে আরবি ভাষারও দুটি রূপ আছে,

১। আঞ্চলিক রূপ ও

২। শুদ্ধ রূপ।

১। আঞ্চলিক আরবি (العامية) :

মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের ভাষা আরবি হলেও অঞ্চলভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার কতিপয় দেশসহ আরো বিভিন্ন দেশেগুলোর রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবি হলেও কথ্য ভাষায় বিস্তর পার্থক্য লক্ষনীয়। কিছু দিন কোন অঞ্চলে বসবাস করলে সহজেই listening n speaking পদ্ধতিতে সে অঞ্চলের আরবি ভাষা আয়ত্তে চলে আসে। এজন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম শিখতে হয় না। কিন্তু এক অঞ্চলের ভাষা আরেক অঞ্চলের মানুষের বোধগম্য নয়।

২। শুদ্ধ আরবি (الفصحى) :

প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রমিত আরবি হচ্ছে (الفصحى) ফুসহা।

➤ফুসহা দুই প্রকার। যেমন-

- **◑ ধ্রুপদী আরবী (Classical Arabic) ও**
- **◑ আধুনিক আরবী (Modern Standard Arabic - MSA)।**

⇨ **আধুনিক আরবী (MSA) :** বই পুস্তক, কলাম, খবরের কাগজ, বক্তব্য, ভাষণ, সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, টেলিভিশন, রেডিও ও সকল প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম আধুনিক আরবি ভাষায় করা হয়। আরবী ভাষাভাষী দেশসমূহের মাঝে জাতিগত ভিন্নতা, আঞ্চলিক ভাষার বৈষম্য থাকলেও আধুনিক আরবি ভাষা সকল আরবদের একসূত্রে গাঁথে।

বিশ্বের যে কোন ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূলত আধুনিক আরবী শিখানো হয়। Listening & Speaking method এর পাশাপাশি আধুনিক আরবি শিখার জন্য Reading & Writing method ও অপরিহার্য।

⇨ধ্রুপদী আরবী (Classical Arabic)ঃ

ধ্রুপদী অর্থ অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত। ধ্রুপদী ভাষা বলতে এমন সব ভাষাকে বোঝায় যেগুলি অত্যন্ত প্রাচীন (আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বা তারও বেশি বছর পুরনো)। যাদের একটি বৃহৎ ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ প্রাচীন সাহিত্য আছে এবং যাদের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যটি অপর কোন সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় নয়, বরং স্বাধীন ও স্বাবলম্বীভাবে গড়ে উঠেছিল।

অর্থাৎ কোন ভাষার আদি রূপ হচ্ছে ধ্রুপদী রূপ । প্রাচীন বেদুঈনদের ব্যবহৃত আরবী হচ্ছে ধ্রুপদী আরবী। বর্তমানে প্রমিত রূপটি ধ্রুপদী আরবির অধিক নিকটবর্তী।

অগণিত ভাষার ধ্রুপদী রূপ আজ বিলুপ্ত। যার ফলে প্রতিনিয়ত বিদেশি ভাষার প্রভাবের ফলে যে কোন ভাষা তার মূলরূপ হারিয়ে ফেলে। এতে করে এক সময় সে ভাষার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। এমন করেই পৃথিবী থেকে বহু ভাষা আজ বিলীন হয়ে গেছে ।

খুব কম ভাষায় ধ্রুপদী রূপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে আরবি একটি। আল কুরআন মূলত ধ্রুপদী আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনের বদৌলতে আরবির ধ্রুপদী রূপ আজও সগৌরবে টিকে আছে এবং থাকবে।

কুরআনের উঁচু মানের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, উপমা, উদাহরণ এক কথায় অতুলনীয়। চিত্তাকর্ষক শব্দ, অভিনব বাচনভঙ্গি, সুন্দর বাক্য বিন্যাস যা কৃত্রিমতা ও শ্রুতিকটু ভাব থেকে মুক্ত।

ড. তাহা হুসাইনের একটি বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য।
তিনি বলেন-

"নিঃসন্দেহে কুরআন আরবি সাহিত্যের আদি গ্রন্থ, কিন্তু তোমরা হয়তো এও জানো যে, কোরআন পদ্য নয় আবার গদ্য নয়, কুরআন কুরআনই, একে অন্য কোন নাম দেয়া যায় না।"

আল্লাহ তায়ালার কালামের মূল অলৌকিকতা প্রধানত علم البلاغة বা আরবী অলঙ্কার বিজ্ঞানে নিহিত। সুতরাং علم البلاغة এর যথার্থ জ্ঞান ও রুচি অর্জন ছাড়া কোরআনের অলৌকিকতা অনুধাবণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় । আরবি ভাষার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ব্যতিত অনুবাদের মাধ্যমে তার আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ।

English writer Karen Armstrong এর মতে, 'শেক্সপিয়ার এর সবচেয়ে সুন্দর পঙক্তিগুলো অন্য ভাষায় খুবই নগন্য শোনা যায় কারণ কবিতার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিদেশি বাগধারায় প্রকাশ করা যায়।

আর আরবী হচ্ছে এমন একটি ভাষা যা অনুবাদ করা বেশ কঠিন। আরবদের মতে, অন্য ভাষায় অনূদিত মূল আরবি কবিতা ও গল্পগুলো তাদের কাছ অপরিচিত মনে হয়। আরবি ভাষায় এমন কিছু আছে যা অন্য কোন বাগধারা অসংলগ্ন।
এমনকি আরবরা যারা সাবলীলভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে, তারা বলে যে, তারা যখন ইংরেজি অনুবাদে কুরআন পড়ে তখন তাদের মনে হয় তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বই পড়ছে।'

আরবী ভাষার অন্যন্য বৈশিষ্ট্যঃ

আরবী একটি অত্যন্ত চমৎকার ভাষা। এর কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ়, সংগঠিত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই জটিল। অনেক ভাষাবিদই এ চিন্তা করে হতবাক হন যে কিভাবে এ ভাষা প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভব হলো!

সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচারে আরবি ভাষা বিশুদ্ধ, ব্যাপক অর্থবোধক, অলংকারসমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত এক ভাষা। আরবি ভাষার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্যান্য ভাষা হতে পৃথক করে।
নিচে এ ভাষার কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. الإعراب **(শব্দের শেষে বর্ণের স্বরধ্বনি নিরূপণ) :**

আরবি ভাষায় ই'রাব অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। এটি প্রাচীন সভ্যতার ভাষাসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য। ই'রাবের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যে শব্দের অবস্থান সনাক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য, বিধেয়, কর্তা, কর্ম নাকি অন্য কিছু তা নির্ধারণ করা হয়। ভাষাবিদ ইবনে ফারিস এর মতে,

" ই'রাব হচ্ছে কোন শব্দের সমতুল্য অর্থসমূহের মধ্যে পার্থক্যকারী, এটি বক্তার অনুভূতি , চিন্তা ও অর্থের সামগ্রিকতা বিবেচনা সাপেক্ষে তার উদ্দেশ্য ও অর্থের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করে।"

২. الاشتقاق **(শব্দের ব্যুৎপত্তি) :**

শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে অন্যতম দুর্লভ বৈশিষ্ট্য যেখানে আরবি ভাষা বিশ্বের সকল ভাষার উপর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এর ফলে কোন শব্দরূপ তার শব্দমূলের দিকে ফিরে. যার একটি নির্দেশিত অর্থ রয়েছে। এটি হচ্ছে মূল উপাদান যা হতে বিভিন্ন শব্দ ও অর্থের শাখা বের হয়।

৩. المترادفات **(সমার্থক শব্দ) :**

আরবি ভাষায় সমার্থক শব্দের সংখ্যা প্রচুর। এ প্রতিশব্দ / সমার্থক শব্দগুলো আরবি শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, যার সাথে বিশ্বের অন্য কোন চলমান ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রতিটি সমার্থক শব্দ সেই বস্তু বা প্রাণীর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি প্রকাশ করে।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ জুরজি যাইদান এর মতে, " প্রত্যেক ভাষায় সমার্থক শব্দ থাকে, যা কতিপয় শব্দ একই অর্থ বহন করে, কিন্তু আরবরা এক্ষেত্রে বিশ্বের সকল ভাষাকে অতিক্রম করেছে।

তাদের ভাষায় বছর শব্দটার জন্য ২৪ টি প্রতিশব্দ রয়েছে, আলোর জন্য ২১, অন্ধকারের জন্য ৫২, মধুর জন্য ৮০, উটের জন্য ২৫৫, সিংহের জন্য ৩৫০, মেঘের জন্য ৫০, বৃষ্টির জন্য ৬৪, পানির জন্য ১৭০ ইত্যাদি কয়েকটি উদাহরণ। আরবরা 'লম্বা।' বিশেষণটি বুঝানোর জন্য ৯১ টি শব্দ ব্যবহার করে, 'খাটো' বুঝাতে ১৬০ টি, এ ধরনের তালিকা তৈরি বেশ কঠিন। "

৪. الأضداد **(বিরোধার্থক / বিপরীতার্থক শব্দ) :**

একটি শব্দ দুটি বিপরীতমুখী অর্থ বহন করে থাকে, যা আরবি ভাষার ব্যতিক্রমধর্মী একটি বৈশিষ্ট্য।

যেমন- আরবরা الصريم শব্দটি দিন-রাত উভয়ের জন্য ব্যবহার করে, তদ্রূপ الصارح সাহায্যকারী-সাহায্যপ্রার্থী উভয়কেই বুঝায়, السدفة বুঝায় অন্ধকার-আলো, الزوج নর-নারী, البسل হালাল-হারাম ، الجون সাদা-কালো ইত্যাদি।

৫. الأصوات **(স্বর / ধ্বনি) :**

আরবি ভাষা তার ধ্বনিগত পরিসরে অলৌকিকতা ও পরিপূর্ণতার শিখরে পৌঁছেছে। আরবি ভাষা তার শব্দতত্ত্ববিষয়ক পরিবর্তন সত্ত্বেও ধ্বনিগত উপাদানগুলো সংরক্ষণে সেমেটিক ভাষাসমূহের মধ্যে একক অধিকার অর্জন করেছে। এই উপাদানগুলো হলো ধ্বনি উচ্চারণের স্থান বা মাখরাজ এবং সেগুলোর সুন্দর গুণাবলি।

আরবি শব্দের বৈশিষ্ট্য এমন যে, শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝার জন্য বক্তার স্বরের দিকে বা উচ্চারণে লক্ষ্য রাখতে হয়।

৬. مفردات (শব্দভাণ্ডার) :

শব্দভান্ডারের দিক দিয়ে আরবি ভাষা সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সুন্দর। বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অতি সূক্ষ্ম। প্রতিটি অর্থ প্রকাশার্থে ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দিনের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা শব্দ আছে। তেমনি চন্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্য, মাথার চুলের ও চোখের প্রতিটি অংশের জন্য, দাঁতের জন্য, দেখার, চলার, বসার, শোয়ার প্রতিটি ভঙ্গির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে।

এ ভাষায় একটি মাত্র ক্রিয়া দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ সম্ভব। অন্য ভাষায় এসব অর্থ প্রকাশের জন্য কয়েকটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

যেখানে শব্দকোষে ইংরেজি শব্দ আছে ৫ লাখ, ফরাসি ১ লাখ ৫০ হাজার, রাশিয়ান ১ লাখ ৩০ হাজার, সেখানে আরবি ভাষায় শব্দ সংখ্যা আছে ১২,৩ মিলিয়ন। যার ফলে আরবি ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সবচেয়ে ধনী বলা হয়।

৭. فصاحة (ভাষার বিশুদ্ধতা / বাচনভঙ্গি) :

আরবি ভাষার বাচনভঙ্গি ভাষাগতভাবে ত্রুটিমুক্ত। যেমনঃ শব্দের মাঝে অসঙ্গতি, শব্দ গঠনে অপারগতা, শব্দগত জটিলতা, অর্থগত জটিলতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। আরবি ভাষা হচ্ছে কোন পরিস্থিতি ও বর্ণনা প্রকাশের সবচেয়ে নির্ভুল একটি ভাষা।

আরবি শব্দভাণ্ডার এত বিশাল যে শব্দের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মনের ভাব ও মন্তব্য সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সর্বোত্তমভাবে ব্যক্ত করা যায়, যা অন্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরা দুষ্কর।

৮. التعريب **(আরবিকরণ) :**

আরবিকরণ হল একটি বিদেশি শব্দকে আরবি মিটার ও কাঠামো অনুপাতে তৈরি করার প্রক্রিয়া। বিদেশি শব্দকে আরবি বর্ণে রূপান্তর করে শব্দ তৈরি করা হয় যাতে আরবরা তাদের মত করে উচ্চারণ করতে পারে।

আরবি ভাষার এক বিশেষ যোগ্যতা আছে বিদেশি শব্দকে বর্ণনা করার এবং নিজস্ব ছাঁচে ঢেলে আরবিকরণ করে গঠন করার, যা আরবি ভাষার এক ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য। যেমন: পাকিস্তান > বাকিস্তান, চীন > সীন।

৯. لغة شاعر **(কাব্যিক ভাষা) :**

আরবি একটি কাব্যিক ভাষা, যা শ্রোতার মনে প্রভাবশালী অনুভূতি রেখে যায় এবং বিভিন্ন কাব্যিক চিত্রের মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

যেমন: উপমা, রূপক, সঙ্কেত, লক্ষণা, সংক্ষেপণ, অধিক প্রতিশব্দের ব্যবহার, শব্দের গাম্ভীর্যতা, কমনীয়তা, সূক্ষ্মতা, অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি।

১০. الثبات **(স্থিতিশীলতা) :**

আরবি ভাষার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার স্থিতিশীলতা। আরবি ভাষা যুগ যুগ জুড়ে তার স্থিতিশীলতা দ্বারা স্বতন্ত্র স্থান বজায় রেখেছে। এটি সকল সময় ও স্থানের জন্য যথোপযুক্ত।

যার ফলে আরবরা এখনও হাজার বছর পুরনো সাহিত্য পড়তে ও বুঝতে সক্ষম, যা অন্য ভাষায় অসম্ভব।

১১।. সর্বমর্মী বচন:

এ ভাষায় অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়। শব্দ বা উচ্চারণের দিক থেকে অল্প, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক তাকেই সর্বমর্মী বচন বলা হয়। পবিত্র কোরআন-হাদিস ও আরবি সাহিত্যে সর্বমর্মী বচনের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে।

১২. আওয়াজের অনুকরণে শব্দ:

পাখির সুমিষ্ট স্বর ও জীবজন্তুর নানা আওয়াজের অনুকরণে আরবি ভাষায় বিভিন্ন শব্দ রয়েছে।

যেমন- বৃষ্টি বর্ষণের রিমঝিম, মেঘ গর্জনের গুরগুর, স্রোতের কলকল ধ্বনি ইত্যাদির জন্য তাদের ভাষায় বহু শব্দ আছে। হমহমা, করকরা, বরবরা, জরজরা ইত্যাদি শব্দ উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যায়।

১৩. প্রবাদ বাক্য:

প্রবাদ বাক্যের জন্য আরবি বিখ্যাত। তাদের অভিজ্ঞতার ফলে এসব প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে হিকমাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়।

আরবে ভালো কবিদের অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে সবার মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত।

আরবি ভাষার প্রচীন নিদর্শন:

আরবি ভাষার প্রচীন নিদর্শন হলো জাহেলী যুগের **"সাবয়ুল মুয়াল্লাকা"**। তথা- সাতটি ঝুলন্ত কবিতা। আর শ্রেষ্ট নিদর্শন মহাগ্রন্থ **"আল কুরআন।"** মুয়াল্লাকাগুলো জাহেলী যুগে কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখত। জাহেলী কবিরাপ হলেন- ইমরুল কায়স, যুহাইর ইবনে আবি সুলমা, আনতারা ইবনে সাদ্দাত, আমর ইবনে কুলছুম, নাবিগা যুবইয়ানি প্রমুখের কবিতাগুলো এতে স্থান পায়।

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব:

বিশ্বে যত ভাষা আছে তন্মধ্যে আরবি ভাষার স্থান সর্বোচ্চ। এর সাথে তুলনা হতে পারে এমন ভাষা অস্তিত্বহীন। স্বল্প শব্দসম্ভারে ব্যাপক অর্থসমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার কোন জুড়ি নেই। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধি আধুনিক বিশ্বেও স্বীকৃত। মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব, সামান্য সামান্য পার্থক্য ও অবস্থার রূপ ও গুণ ইত্যাদি সঠিকরূপে পৃথক পৃথক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার জন্যে আরবি ভাষার রূপ সর্বোর্ধ্বে।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৪ হাজার ভাষা প্রচলিত। এতে যে কয়টি ভাষা উচ্চ সাহিত্যের রূপ নিয়েছে আরবি এগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রাচীন জীবন্ত ভাষা। যে কোন ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার একটি গুরুত্ব আছে। তবে আরবি ভাষা বিশেষত বিশ্ব মুসলিমের নিকট সর্বাধিক গুরুত্ব রাখে।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"আমি এ গ্রন্থকে আরবি কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (ইউসুফ: ২)।

আসমানী গ্রন্থসমূহকে অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হল, মানুষকে হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন করা। আর উক্ত উদ্দেশ্য তখনই অর্জন হবে, যখন সেই গ্রন্থ এমন ভাষায় হবে, যে ভাষা তারা বুঝতে পারবে। এই জন্যই সমস্ত আসমানী গ্রন্থ যে জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে সে জাতির ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।

কুরআন কারীম যেহেতু সর্বপ্রথম আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেহেতু তা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া আরবী ভাষা সাহিত্য- শৈলী, শব্দালঙ্কার, অলৌকিকতা ও অর্থ প্রকাশের দিক থেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা।

আল্লাহ তাআলা এই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতে (আরবী), সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি, সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশতা (জিবরীল আঃ) এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান (মক্কা) হতে অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়েছে। যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে, সে মাসটিও সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমযান মাস এবং যে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সে রাতও সর্বশ্রেষ্ঠ রাত শবেকদরের রাত।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে আরো ইরাশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

“আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।”

(সূরা যুমার: ২৭-২৮)।

এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন; রাসূল (স.) ফরমাইয়াছেন, **“যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে সে যেন অনারবি ভাষায় কথা না বলে। কেননা, তা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।”**

হযরত ওমর (রা.) বলেন,

“তোমরা হাদীসের জ্ঞান অর্জন কর এবং আরবি ভাষার জ্ঞান অর্জন কর।”

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন,

“তোমরা আরবি ভাষা শেখ। কেননা, এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ।”

আল্লামা ইবন আল-আসীর বলেন, **সর্বাপেক্ষা সম্মানিত গ্রন্থ, সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভাষায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকট নাযিল হয়েছে।**

আরবি ভাষায় রয়েছে স্থিতিস্থাপকতা ও গতিশীলতার এক বিস্ময়কর সমাহার। এ জন্য জনৈক কবি পবিত্র কুরআনের অনন্য সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

‘কি অপরূপ রূপের বাহার!
চোখ জুড়ানো রং যে ইহার,
মন মাতানো সুরভি তাহার।’

আরবি ভাষা একটি কালজয়ী, গতিশীল, বক্রতামুক্ত, সাবলীল ও মার্জিত ভাষা। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) এর ভাষা ছিল আরবি।

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) তার ‘আল-ইতকান’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: যার মূলকথা হল এই যে, সকল আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা আরবি ভাষাই অবতীর্ণ হয়েছে। অত:পর নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় তার অনুবাদ করে তাদেরকে সেই গ্রন্থের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছান।

আসমানী গ্রন্থসমূহের কেবল পবিত্র কুরআনই তার মূলভাষা আরবিতে বহাল রয়েছে।

আরবী ভাষার গুরুত্ব বর্ণনায় কয়েকটি বিশেষ দিক তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ভাষাগত দিক দিয়ে আরবি ভাষার গুরুত্ব :

ভাষাগত দিক থেকে আরবি ভাষার কোন তুলনা হয় না। কেননা এর শব্দ এত ব্যাপক যে, কোন কোন শব্দ দু'শতেরও বেশি অর্থ বহন করে। আরবি ভাষার এক শব্দ অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেক গুণ বেশি। এছাড়া এ ভাষার বিশেষ দিক হলো এর অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন হয় নাহু, ছরফ এবং অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি। এ প্রত্যেকটি আবার বিশাল কলেবর নিয়ে আলোচনার দাবিদার।

অফুরন্ত শব্দসম্ভারঃ আরবি ভাষায় রয়েছে অফুরন্ত শব্দসম্ভার। যা অন্যান্য ভাষাভাষিদের কাছে রীতিমত ঈর্ষার বিষয়। অপর পক্ষে, আরবি ভাষার মধ্যে একই শব্দে নবতর অর্থের যেসব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয় অন্যান্য ভাষায় তা পরিলক্ষিত হয় না। একটি আরবি শব্দ থেকে অনেকগুলো নতুন শব্দ নির্গত হয়। যার প্রত্যেকটি একটি বিশেষ অর্থ প্রদান করে। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না।
এ দৃষ্টিকোন থেকে আরবি ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যা আরবি ভাষাকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

অধিক অর্থবহঃ হাজার হাজার ভাষার প্রাচুর্যে নুয়ে পড়া আমাদের এ পৃথিবী। কিন্তু এ হাজারও ভাষার মাঝেও নানা কারণে আরবি ভাষা শীর্ষে। যার অন্যতম কারণ হল আরবির মত এত অধিক অর্থসমৃদ্ধ ভাষা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। বিশেষ করে একটি শব্দের প্রায় দু'শত অর্থ প্রদানকারী কোন ভাষা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেবল আরবি ভাষাই এক্ষেত্রে সফল।

অলংকারপূর্ণঃ পৃথিবীর কোন ভাষাই একদিনে পূর্ণতা লাভ করে না। নানা চড়াই উৎরাই আর ঘাত-প্রতিঘাত মাড়িয়ে একটি ভাষা সাবলীলতা লাভ করে। প্রায় সকল ভাষার ক্ষেত্রে একথা সত্য, কিন্তু আরবি ভাষার গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাঞ্জলতা লাভ করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি এ ভাষাকে। সাহিত্যের মানদণ্ডে, সাবলিলতায়, রূপ সৌন্দর্যে বিশেষ করে অলঙ্করণে আরবি ভাষা পৃথিবীতে সেরা।

ব্যাকরণগতঃ আরবি ভাষার ব্যাকরণবিন্যাসও অতুলনীয়। যার শৈল্পিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত অন্য কোন ভাষাতে খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি ভাষার সমর্থনে নাহু, ছরফ, বালাগাত, ফাছাহাত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিশাল কলেবরের ব্যাকরণ সংক্রান্ত পুস্তকাদি কেবল আরবির জন্যই রয়েছে। অন্য কোন ভাষার ক্ষেত্রে যা নজীরবিহীন।

স্থায়িত্ব ও উন্নতিঃ বিস্ময়কর হলেও সত্য যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাষা হচ্ছে আরবি। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) আরবি ভাষার ধারক ও বাহক ছিলেন। সেই থেকে নিয়ে আজ অবধি আরবি ভাষা শুধু টিকে আছে তাই নয়; কালের

আবর্তনে সময়ের বিবর্তনে আরবি ভাষা দিনে দিনে নবযৌবন লাভ করেছে। বয়সের ভারে কখনও তা নুয়ে পড়েনি বরং আরও দ্বীপ্তিমান হয়েছে। আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষার ক্ষেত্রে এমন স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতি সত্যিই অকল্পনীয়।

বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:

আন্তর্জাতিক ভাষাঃ বর্তমান বিশ্বে যতগুলো আন্তর্জাতিক ভাষা রয়েছে আরবি সেগুলোর অন্যতম। বরং শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আরবিই প্রধান।

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় প্রায় ২৪টি দেশের মানুষের মাতৃভাষা আরবি। বর্তমান বিশ্বের ৬২০ কোটি মানুষের মধ্যে ৫০ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। আর যারা আরবি ভাষায় কথা বলতে পারেন না অথচ মুসলমান তারাও কুরআনের ভাষা আরবি পড়তে পারে।

শুধু তাই নয় পুণ্যের আশায় গভীর মমতা ও ভালবাসা দিয়ে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের আকর “আল-কুরআন” ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই কুরআনের লাখ লাখ হাফিজও রয়েছে যা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষাঃ আমরা পূর্বেই বলেছি পৃথিবীর মানচিত্রের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে আরবি ভাষার অবস্থান। মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব, লেবানন, আরব আমিরাত, সিরিয়া, মিশরসহ আরও অনেক দেশ রয়েছে যাদের ভাষা আরবি। একই সাথে এই দেশগুলো ভূ-রাজনৈতিক কারণে এবং বিশেষ করে খনিজ সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি বহু দেশের নাগরিক আরবি ভাষার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছে।

উপরন্তু বিশ্ব বাণিজ্যের সবচেয়ে উর্বর ভূমি আরব দেশগুলোর সাথে সফল বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে আরবি ভাষাকে সমধিক গুরুত্ব দেয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

যোগাযোগের ভাষাঃ পৃথিবীর সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার হল আরবি। পৃথিবীতে সর্বাধিক অনুশীলিত ভাষার নাম আরবি। অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আরবি ভাষা বিশ্বের কোটি কোটি হৃদয়ের ভাষা হওয়ার কারণে এটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গোটা মুসলিম বিশ্বের বাইরের জগৎ তথা গোটা বিশ্বজাহানকেও ভ্রাতৃত্বের অনুপম বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। ফলে আরবি ভাষা আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অত্যুঞ্জল এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মূলত আরবি সকল সংকীর্ণতা ছিঁড়ে খুঁড়ে মুসলিম-অমুসলিম, আরব-আজম, কৃষ্ণাঙ্গ-শেতাঙ্গের সকল বিভেদ চুরমার করে দিয়ে একতার এক নতুন বিশ্ব গড়ার উদার সবক পৃথিবীবাসীর সামনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

আমরা আল্লামা ইকবালের ভাষায় একসময় এমন সবকই শুনতে পেয়েছি- “চীন, আরব, হিন্দুস্তান তথা সারা বিশ্বই মুসলমানদের মাতৃভূমি।”

বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানভাণ্ডারঃ আধুনিক সভ্য বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতগুলো শাখা রয়েছে, তার প্রায় সবগুলো শাখাতে আরবি ভাষার অংশীদারিত্ব রয়েছে। শুধু অংশীদারিত্বই নয় বরং জ্ঞানের এসব শাখা অধিকাংশই আরবি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে, আর বাদ বাকি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও এ ভাষার বিচরণ রয়েছে সমান তালে। বিশেষ করে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন, গণিত, এলজেব্রা, তর্কশাস্ত্র, সামাজিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, ক্যালিওগ্রাফী, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে আরবি ভাষার গৌরবোজ্জল সফলতা সর্বজনবিদিত।

সত্য বলতে কি জ্ঞানের এসব বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান যা কিছু করছে তার অধিকাংশই আরবি ভাষা থেকে ধার করা।

সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই, আরবি ভাষা বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় রাতের আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের মতই দীপ্তিমান।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বঃ

কেবল বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ বা সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার বিশ্লেষণে আরবি ভাষার মর্যাদা সীমাবদ্ধ নয়, বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহর বাছাই করা ভাষাঃ

রাসূল (সা.) এর কাছে ওহী পাঠানোর সময় আল্লাহ আরবীকেই ওহীর ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

কুরআনে বলা হয়েছে,

নিশ্চয়ই আমি একে আরবী ভাষায় (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তিই সহজে আরবী শিখতে পারে। সকল যুগের সকল মানুষের জন্য আরবী সমানভাবেই বোধগম্য। ফলে আল্লাহর ওহী আরবীর মাধ্যমেই মানুষ সহজে অনুধাবন করতে পারে।

সুতরাং, আল্লাহর প্রেরিত ওহীর সাথে নিজেদের সংযোগ স্থাপনের জন্যই আমাদের আরবী শিক্ষা প্রয়োজন।

জান্নাতবাসীদের ভাষাঃ মুসলিম সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং দুনিয়ার জীবনটা একটা পরীক্ষাগার মাত্র। ক্ষণকাল পরেই

পরকালের দীর্ঘ জীবনে পাড়ি দিতে হবে সকলকে। সে জীবনে দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মের হিসেব দিতে হবে। কর্মফল অনুযায়ী কেউ জাহান্নাম আর কেউ জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর চিরসুখের চিরস্থায়ী নিবাস এ জান্নাতের ভাষাও হবে আরবি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই পরজগতে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আরবি ভাষা অতীব গুরুত্বের দাবীদার।

কুরআন ও হাদীসের ভাষাঃ আল কুরআনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করে আমরাও বলতে চাই মানবতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক গ্রন্থ অবশ্যই আল-কুরআন। আর এই আল-কুরআনের ব্যাখ্যাই হল সুন্নাহ বা হাদীস। পৃথিবীর তাবৎ মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের চাবিকাঠি এই কুরআন এবং সুন্নাহর ভাষা হল আরবি।

অতএব মানব সভ্যতার প্রকৃত যেহেতু আরবি ভাষায় গ্রথিত সেহেতু এ ভাষার গুরুত্ব সীমাহীন এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের ভাষাঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা হল কুরআনুল কারীম। বস্তুত পৃথিবীর সকল জ্ঞানের উৎস হল এই আল-কুরআন।

শুধু তাই নয় বিজ্ঞানীগণ তাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীর স্থিরতা ও ঘূর্ণায়মান অবস্থা নিয়ে যখন টানাহেচড়ায় লিপ্ত ঠিক তখনই আরবি ভাষার আকর আল-কুরআন বলে দিল-

“সূর্যের এই ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে, না রাত দিনকে ডিংগিয়ে আগে চলে যেতে পারবে (মূলত চাঁদ সুরুজসহ) এরা প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলছে।” (সূরা ইয়াসিন: ৪০)

এ আয়াতে কারীমা দ্বারা বোঝা গেল যে মহাশূন্যের সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। অথচ বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস বলেছিলেন সূর্য স্থির থাকে তার চারদিকে পৃথিবী ঘোরে আর গ্যালিলিও বললেন পৃথিবী স্থির থাকে আর সূর্য তার চারদিকে ঘোরে। এ দুটো ধারণাই ছিল মিথ্যা এবং কেবলই অনুমান নির্ভর।

এ সকল মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা ছাড়াও ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ, জীবনঘনিষ্ঠ শত শত বিখ্যাত সমাধানমূলক ফিকাহ গ্রন্থ, কুরআন হাদীসের অসংখ্য সংকলন, ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আরবি ভাষায় মুদ্রিত।

সুতরাং ইসলামী জীবনদর্শনকে সঠিকভাবে জানতে হলে সেক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

ইবাদতে আন্তরিকতাঃ

নামাজে আল্লাহর সামনে আমরা যা কিছুই বলি কিংবা পড়ি, তা সবই আরবী ভাষাতে। যদি আমরা কোনকিছু না বুঝেই তোতাপাখির মত মুখস্ত আবৃত্তি করে যাই, তা আমাদের

নিজেদেরই অনাগ্রহের কারণে পরিণত হবে এবং আমাদের ইবাদতগুলো একঘেঁয়ে রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হবে।

যদি আমরা মূল আরবী জেনে আমাদের ইবাদতসমূহের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, তখন আমরা আল্লাহর সামনে আমাদের নিজেদের নিবেদন সম্পর্কে সচেতন হয়ে আমাদের ইবাদত পালন করতে সক্ষম হবো। আমরা তখন আত্মতৃপ্তি ও গভীর মনোযোগের সাথে আমাদের ইবাদত পালনে উৎসাহ পাবো।

আরবী জানার মাধ্যমে সালাতে আমাদের মনোযোগ বেড়ে যাবে। কারণ সুরাহ থেকে শুরু করে তাসবিহ-তাহমিদ সহ সালাতের প্রতিটা কথাই আমরা বুঝে বুঝে পড়তে পারবেন। তখন আমাদের সালাত কেবল অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন না হয়ে রবের সাথে আমাদের এক অর্থপূর্ণ কথোপকথনে পরিণত হবে।

এছাড়া তারাবীহ সালাতের সময় কি আপনার কখনো মনে হয়নি “ইশ! ইমাম সাহেব কী পড়ছেন তা যদি আমি বুঝতে পারতাম!”?

আপনার সেই স্বপ্নকে সত্যি করুন আরবি শেখার মাধ্যমে।

ভুল ধারণার অবসানঃ

আরবীর জ্ঞান ইসলাম সম্পর্কে আমাদেরকে আমাদের বিভিন্ন ভুল ধারণা থেকে মুক্তি দান করবে। শরীয়তের মূল উৎস থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন

সম্পর্কে আরবীর ভাষার মাধ্যমে আমরা সঠিকভাবে জানার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

ইবাদতের ভাষাঃ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা যেটাই হোক না কেন তাদের সকলের ইবাদতের ভাষা আরবি। সকলেই আরবি ভাষায় সালাত আদায় করে, আযান দেয়, একই ভাষায় খুতবা প্রদান করে। বিভিন্ন আদইয়ায়ে মাসনুনাহও সম্পন্ন হয় ঐ একই ভাষায়।

ইসলামী জ্ঞান ও আইনবিদ্যাঃ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রকৃতভাবে জানতে হলে ও ইসলামী শরীয়াহর আইনসমূহ অধ্যয়ন করতে হলে আরবী ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। উদাহরণসরূপ, হকুম শরঈ', উসূল আল ফিকহ ইত্যাদি।

সকল যুগেই মুসলিম পন্ডিতগণ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক হিসেবে আরবীভাষা, এর নাহু-সরফের জ্ঞান, শব্দভান্ডার, ব্যকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান রাখতেন।

শাইখ তাকী (রহ) বলেন,

"ঈমান ও আহকাম বোঝার বিষয়টি ইসলামে দুটি ভিন্ন বিষয়। ইসলামে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলী দলীল দ্বারা। যাতে করে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না, বরং আরবী

ভাষা জানার উপর, হুকুম বের করে আনার যোগ্যতা, দূর্বল হাদীস হতে সহীহ হাদীস পৃথক করার উপরও নির্ভর করে।"

যেহেতু ইসলামী শরী'য়াহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি সেহেতু ইসলাম নিয়ে যেকোনো গভীর অধ্যয়ন-এর সাথে আরবী ভাষার অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

এখানে আরবী ভাষা বলতে প্রাচীন (Classical) আরবী ভাষা ও তার কাঠামোকে বোঝানো হচ্ছে। কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষার চর্চা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এছাড়াও ইসলামী সভ্যতাকে শক্তিশালীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য আরবী ভাষাকে বিকৃতির হাত রক্ষা করাও আবশ্যক।

আমাদের সালাফ তথা পূর্ববর্তীগণ এ বিষয়গুলো খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলেও এ বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

উমর (রা) আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে চিঠিতে লিখেছিলেন, **"সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও আরবীর জ্ঞান অর্জন কর এবং কুরআন আরবীতে অধ্যয়ন কর কারণ এটা আরবী।"**

আরেকটি বর্ণনায় উমর (রা) বলেন, **"আরবী শেখ কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ"**। **তিনি আরো বলেছেন, "কারো কুরআন পড়া উচিত নয় ভাষার জ্ঞান ছাড়া"**।

উবাই বিন কা'ব (রা) বলেছেন, **"আরবী ভাষা শেখ ঠিক যেভাবে তোমরা কুরআন হিফজ করা শেখ"।**

ইবনু কাছীর (রহ) তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন,

"আবুল আসওয়াদ হচ্ছে তিনি যাকে নাহুজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এবং বলা হয়, যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে তিনি প্রথমদিককার একজন। তিনি তা আমীর-উল-মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হতে গ্রহণ করেছেন।"

ইমাম শাফেঈ' আরবী ভাষার জ্ঞান থাকাকে ফরজে আইন মনে করতেন এবং তিনি তার আরব ছাত্রদের আরবী ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করার তাগিদ দিতেন।

তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, "নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান অন্বেষনকারীদের ব্যপারে এই ভয় পাই যে তারা আরবী ভাষার নাহু (ব্যকরণ) সঠিকভাবে জানবে না এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই হাদীসের (বাস্তবতার) মধ্যে প্রবেশ করবে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন (জাহান্নামের) আগুনের মধ্যে তার আসন খুজে নেয়।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহও ইমাম শাফেঈ'র মতো অনেকটা একই মত পোষন করতেন। তার মতে **যেহেতু একজন মুসলিমের জন্য কুরআন সুন্নাহ বোঝাটা আবশ্যক সেহেতু**

"অত্যবশ্যকীয় কিছু পালন করার জন্য যা প্রয়োজন তাও অত্যাবশ্যক"-এই নীতি অনুযায়ী আরবী ভাষা শেখাও আবশ্যক।

তিনি আরো বলতেন, "**আরবী ভাষা ইসলাম ও এর অনুসারীদের প্রতীক এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দ্বারা জাতিসমূহ নিজেদের পৃথক করে ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম।**"

সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, আরবি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্ববাহী।

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় আরবি ভাষার গুরুত্বঃ

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দেড় শ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ। এদের বেশির ভাগের ভাষা আরবি। আরব দেশগুলো বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও খনিজ সম্পদের দেশ। উক্ত দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের সন্ধান, ব্যাবসায়িক যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো বৈদেশিক রেমিট্যান্স। এর ৬৩ শতাংশ আসে আরবি ভাষাভাষী দেশগুলো থেকে। আরব ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এটি তাঁদের বাণিজ্যিক ভাষা।

সুতরাং যাঁরা আরব দেশগুলোতে নিজেদের শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন তাঁদের জন্য আরবি ভাষা শেখা খুবই জরুরি।

আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বর্তমানে বিশ্বের ২৮টি দেশে আরবি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আর পৃথিবীতে এই ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে প্রায় ২৮ কোটির উপরে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরবরা নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে সেখানে কথা বলার সুযোগ পেত না। কারণ তখন জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। এগুলো হলো ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা ও রাশিয়ান।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো আরব দেশগুলোতে আরবি ভাষায় আলোচনাসভা, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম পরিচালনা করতে থাকে। ১৯৬৬ সালে ইউনেসকোর সাধারণ অধিবেশনগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আরবি ভাষায়ও অনুবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে আরবিকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার গুরুত্বঃ

ভাষা যে কোনো সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এটি সমাজে বা রাষ্ট্রে নানাভাবে পতিত হয়। আরবি ভাষাও তেমনি সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবি ভাষা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,-

“তোমরা জমিনে বিশৃংখলা করো না।”

“তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।”

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

“তোমরা আল্লাহ্ রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর, আর দলা-দলী করো না।”

তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বশীলদের।

পরিবেশ সুরক্ষা, মহামারী হতে সুরক্ষার নির্দেশনা, অন্যের হক-এর বিধান, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, প্রতিবেশীর অধিকার, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রতিটি বিষয়ে আরবরা জ্ঞান অর্জন করে তাদের জীবন ধারায় বাস্তবায়ন করে। আরবি ভাষা এভাবে একটি শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো দাঁড় করতে সাহায্য করে।

জাহেলি যুগে আরবের সামাজিক পরিস্থিতি ছিল হতাশায়পূর্ণ। মদ, জুয়া, নারী, গোত্রীয় যুদ্ধ, বহু বিবাহ, কন্যা সন্তান হত্যা, আধিপত্যের লড়াইয়ে 'খুন কা বদলা খুন' প্রভৃতি ছিল তাদের সমাজের নিত্যকর্ম। সেই বিভীষিকাময় সামাজিক অবস্থায় 'সভ্য সমাজ ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠিত হয় আল-কুরআনের মতো আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর ।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অধিকারের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়। কোথায় কার কী দায়িত্ব, অধিকার ও দাবি এবং তা কীভাবে পালন করতে হবে, সেসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হলে আরবগণ তাদের পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করে। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ তাই অনেক অজানাকে তারা জানতে পারে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করে।

ন্যায় বিচার, সুদ, চরিত্র, মজলিসের শিষ্টাচার, অন্যের হক বা বান্দার হক, চুরির শাস্তি, লুটতরাজ ও ডাকাতির শাস্তি, অপবাদ রটানোর শাস্তি ও পরিণাম, যিনার শাস্তি, (নারী নির্যাতন- শারীরিক, মানসিক, সামাজিক) সঠিক মাপ ও ওজন, সৎকর্মের আদেশ, অসৎ কর্মের নিষেধ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলো আরবি ভাষায় বর্ণিত হওয়ার সুবিধায় আরব্য সমাজ ছাড়াও বিশ্বমন্ডলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সহায়ক ।

বিশ্বসভ্যতা বিকাশে আরবি ভাষার গুরুত্বঃ

বিশ্বে মানবসভ্যতার বিকাশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। আরবি সাহিত্য প্রায় দুই হাজার বছরের বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতি, কৃষ্টিকালচার, জীবনবোধ ও ঐতিহ্যবোধের ধারক ও বাহক। সাহিত্যের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় আরবি সাহিত্যের অবাধ বিচরণে মুখরিত এই সাহিত্যকে আরো বহু গুণে সমৃদ্ধ করেছে। এজন্যই বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে আরবি সাহিত্য স্ব-গর্বে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে।

পৃথিবীর বিশাল একটি অংশের মাতৃভাষা আরবি। তাদের কৃষ্টিকালচার জীবনবোধ সবকিছুই আরবি কে ঘিরে আবর্তিত। সেই জাহেলি যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সগৌরবে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের বুকে টিকে রয়েছে আপন মহিমায়।

প্রাচীন যুগে আরবি সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই আরবি ভাষার গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। যে কারণে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। ব্যাপক আকারে মানুষ এই ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হয়।

আরবি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। পৃথিবীব্যাপী প্রায় ২৭.৩৯ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। এই ভাষায় কথা বলা জনসংখ্যায় দিক থেকে আরবি পৃথিবীর ষষ্ঠতম ভাষা। যার মধ্যে প্রধানত সৌদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো প্রধানত আরবি ভাষায় কথা বলে থাকে।

পৃথিবীতে বর্তমান ২২ দেশের রাষ্ট্রভাষা হলো আরবি। জাতিসংঘসহ পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দাপ্তরিক ভাষা আরবি।

মুসলমানদের পবিত্রগ্রন্থ কোরআন ও হাদিস আরবি হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এ ছাড়া বর্তমানে অন্য মুসলিম দেশগুলোয় আরবি ভাষার ব্যবহার বাড়ছে। তথ্য বলছে, আরবি ভাষা ও আল্ আরবিয়্যাহ্ বা আরবিয়্য সেমেটীয় ভাষা পরিবারের জীবন্ত সদস্যগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। এটি একটি কেন্দ্রীয় সেমেটীয় ভাষা এবং হিব্রু ও আরামীয় ভাষার সঙ্গে এ ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আধুনিক আরবিকে একটি 'ম্যাক্রোভাষা' আখ্যা দেওয়া হয়। এই আরবি ভাষা মূলত ২৭ রকমের উপভাষা থেকে এসেছে।

বিশ্বে ৪০ শতাংশ ভাষা এখন প্রায় বিপন্ন অর্থাৎ ২৮৯৫টি ভাষা পৃথিবী থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আছে এবং অনেক এরই মধ্যে হারিয়ে গেছে।
তাই ভাষাকে একটি মানুষের জীবনচক্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ ভাষার উদ্ভব হয়, বিবর্তন হয়, উন্নতি হয়, এমনকি সংকটেও পড়ে। আবার কখনো কখনো ভাষার মৃত্যুও ঘটে।

আরবি সাহিত্য বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য। বিশ্বব্যাপী অনেক সাহিত্যের উত্থানপতন ঘটলেও আরবি সাহিত্য তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। আরবি সাহিত্য শব্দটি একটি যৌগিক শব্দ। প্রথমটি আরবি, যার প্রতি শব্দ আরবি। যা মূলত আরবি ভাষা হিসেবে পরিচিত। আর দ্বিতীয়টি হলো সাহিত্য যার আরবি প্রতিশব্দ আদব। শাব্দিক

অর্থ ভদ্রতা, শিষ্টাচার, শিক্ষা, নৈতিকতা ইত্যাদি। এককথায় বলতে পারি সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ; তাই তাতে নৈতিকতাবোধ থাকা অত্যন্ত জরুরি।

আর এই লেখনীর মাধ্যমে সমাজের সুখ-দুঃখ, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। বিশ্বের অন্যসব সাহিত্যের মতো আরবি সাহিত্য রচনা ও চর্চার কিছু উপাদান বা উপকরণ রয়েছে। আরবি সাহিত্যের সমলোচকরা ঐকমত্য পোষণ করেন, এই সাহিত্য রচনার মোট উপকরণ চারটি।

➤প্রথমত, আবেগ-অনুভূতি। এটি যেকোনো সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপকরণ।

➤দ্বিতীয়ত, খেয়াল বা কল্পনা। এটিও আরবি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সাহিত্যকরা কল্পনাকে মৌলিক উপকরণ হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন; যার কল্পনাশক্তি যত প্রখর, তার সাহিত্য রচনা তত আকর্ষণীয়।

➤তৃতীয়ত, চিন্তা। একজন লেখক হওয়ার জন্য বা সাহিত্য রচনার জন্য বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তা অন্যতম উপাদান। একটি সাধারণ মানুষ কোনো একটি বিষয়কে যেভাবে দেখবে, ঠিক তার চেয়ে ভিন্নভাবে একজন সাহিত্যক সেটার দৃশ্যায়ন বা বিশ্লেষণ করবে।

➤চতুর্থত, আকৃতি, তথা একজন সাহিত্যিক তার কল্পনা, চিন্তা ও আবেগকে কীভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে, সেটিই মূলত আকৃতি।

এই চার মূল উপকরণকে পাথেয় করে প্রায় সব সাহিত্যচর্চা হয়। আরবি সাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়।

আরবি সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। এই পথচলার ইতিহাসের সূতিকাগার হলো আরবি কবিতা।

আরবি কবিতার ইতিহাস মানেই আরবি সাহিত্য। কবিতার মাধ্যমে আরবি সাহিত্যের পথচলা। প্রাচীনকালে আরব দেশে কোনো কণ্টকাকীর্ণ পথচলায় আরবি কবিতা অনুপ্রেরণা জোগাত। যুদ্ধের ময়দানে আরবি কবিতা বারুদের মতো কাজ করত। সৈনিকদের মানসিক শক্তি জোগাতে আরবি কবিতার কদর ছিল অপরিসীম। আবার কোনো আরবদের বিশেষ অনুষ্ঠান বা আনন্দদায়কের খোরাক জোগাত আরবি কবিতা

সাংস্কৃতিক জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্বঃ

মুমিন মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো ইসলামী সংস্কৃতি, যা আরবি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মুসলিম জাতি গঠন ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রকে আরো সহজতর পন্থায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আরবি লেখা, বলা ও বোঝার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আরবি ভাষা

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা। দুনিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত এ দ্বীন দিয়েই সমাজ পরিচালনা করতে হবে। আর এ কাজ করতে গিয়ে যুগে যুগে মুসলিম জাতিকে অসংখ্য নতুন সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতেও হতে হবে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ।

ইজতিহাদ হচ্ছে সেই ইঞ্জিন যা ইসলামকে চালিত করে। এটি না থাকলে উম্মাহর মধ্যে জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং উম্মাহর সমৃদ্ধি থমকে যাবে। এবং ঐতিহাসিকভাবেও এ বিষয়টির সত্যতা আমরা দেখেছি।

শাইখ তাকী (রহ) বলেন,

ইজতিহাদের জন্য শর্তাবলী রয়েছে যা উসূলের আলেমগণ ব্যখ্যা করে গিয়েছেন। এর জন্য দরকার বিস্তৃত জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও যথেষ্ঠ পরিমান আরবী ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান

[শাইখ তাকী উদ্দীন আন-নাবহানী, মাফাহীম, পৃষ্ঠা ৪৬]

"(মুসলিম উম্মাহ্র) এ অধ:পতনের পেছনে একমাত্র একটি কারণই ছিল, (মুসলিমদের) প্রচন্ড দূর্বলতা। যা তাদের ইসলামকে বোঝার জন্য চিন্তা করার যোগ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ দূর্বলতার পেছনের কারণ ছিল ৭ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম থেকে শুরু করে ইসলাম ও আরবী ভাষার বিচ্ছিন্নকরন, যখন আরবী ভাষা ও ইসলামের প্রসার অবহেলিত হয়েছে।

সুতরাং, যতক্ষন পর্যন্ত আরবী ভাষাকে ইসলামের সাথে এর এক অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হিসেবে মিশ্রিত না করা হবে, ততক্ষন পর্যন্ত এ অধ:পতন মুসলিমদের আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। এটা এ কারণে যে, এই ভাষার ভাষাগত ক্ষমতা ইসলামের শক্তিকে এমনভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে, একে ছাড়া ইসলামকে বহন করা সম্ভব নয়।

যদি একে অবহেলা করা হয়, তবে শরীয়াহ্র মধ্যে ইজতিহাদ করা আর সম্ভবপর হবে না। আর আরবী ভাষার জ্ঞান ইজতিহাদের জন্য একটি মৌলিক শর্ত। এছাড়াও ইজতিহাদ উম্মতের জন্য অপরিহার্য যেহেতু এর সদ্ব্যবহার ছাড়া উম্মাহর উন্নয়ন সম্ভব নয়।"

আমরা জানি ইজতিহাদ করাটা ফরযে কিফায়া এবং ইজতিহাদ করার জন্য আরবী ভাষা জানাটাও আবশ্যক। এবং উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক যুগে অবশ্যই যথেষ্ঠ পরিমানে মুজতাহিদ থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কি আমরা সে পরিমান মুজতাহিদ ও সেরকম ইজতিহাদ চর্চা দেখতে পাবো ?

এখন আমরা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে পারবো যে বর্তমানে আরবী ভাষার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য কতটা জরুরী।

সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে উম্মাহর সমৃদ্ধির জন্যে আরবী ভাষার গুরুত্ব কতটা গভীর।

উম্মাহ্‌র পূনর্জাগরণে আরবী ভাষা

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের দ্বারা বিভিন্ন জাতিকে উচ্চকিত করেন আর অন্যান্যদের করে দেন নিচু। [মুসলিম]

পূনর্জাগরণ বস্তুগত বা বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের মধ্যে নিহিত নেই। বরং চিন্তাগত ও মতাদর্শিক উন্নয়নই পূনর্জাগরনের সঠিক ভিত্তি আর বস্তুগত উন্নয়ন হচ্ছে এর ফলাফল। আমরা যখন উম্মতের পূনর্জাগরনের কথা বলি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ পুনর্জাগরণ ইসলামী আকীদাহ ও তা থেকে বের হয়ে আসা ব্যবস্থার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

কারণ আমাদেরকে পৃথিবীতে এ আকীদাহ প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এ ব্যবস্থাটি রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে আরবী ভাষায়।

অতীতে আরবরা পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতিতে পরিনত হয়েছিল কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল করেছিলেন। এবং এ ভাষাতেই তারা শরীয়াহ বুঝেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছিলেন।

আরবী ভাষার কোনো কিছু সবচেয়ে ভালোভাবে আরবীতেই বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু ভাষার অর্থ ও আকুতি অনেকটাই অনুবাদে হারিয়ে যায়। অন্য যেকোনো ভাষার সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

উদাহরণসরূপ, আমরা শেক্সপিয়ারকে ইংরেজি, ইকবালকে উর্দূ, নজরুলকে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাতেই পূর্নাঙ্গরূপে বুঝতে পারবো না।

সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থার খুটিনাটি বিশ্লেষন বুঝতে হলে আরবী ভাষার জ্ঞানও থাকতে হবে।

ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্টায়ঃ

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, সেগুলো মনে রেখেছে, বুঝেছে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কারণ কেউ নিজে ফকীহ্ (জ্ঞানী) না হয়েও ফিকহ্ (জ্ঞান) বহনকারী হতে পারে। আবার কেউ তার নিজের চাইতে বড় ফকীহ (জ্ঞানী) এর নিকটও ফিকহ্ পৌঁছে দিতে পারে।"

[আবু দাউদ, তিরমিযী এবং আহমদ থেকে বর্ণিত]

আমরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এবং আমাদেরকেই পৃথিবীকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ দিয়ে শাসন করতে হবে। জনগণ আমাদের কাছেই আসবে ইসলাম শিখতে।

আমরাই তারা যাদেরকে পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা হবে আমিল, ওয়ালী কিংবা মুজাহিদ হিসেবে। ঠিক সেভাবেই যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের প্রেরণ করতেন। আমরা জানি, মু'আজ বিন জাবাল যখন ইয়েমেনে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নত ও তার ইজতিহাদের দ্বারা রায় দেবেন।

সুতরাং, আমরা যদি সেই আলী, মু'আজ, আমর ইবনুল আস (রা)-দের সত্যিকার উত্তরসূরী হয়ে থাকি এবং আমরা যদি কিছুদিনের মধ্যে তাদের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত হই তখন কিভাবে আমরা উত্তমরুপে খিলাফতের অফিসকে চালাবো যখন আমরা আরবী ভাষার জ্ঞান রাখি না।

আমরা কেন আরবি শিখবো?

আমাকে যদি কেউ বলে এই পৃথিবীতে এখনও ডাইনোসর আছে, তা হলে আমি হেসে উড়িয়ে দেব। যদি কেউ ছবি দেখায় তা হলে বলব ফটোশপ।

যদি একটি ভিডিও এনে হাজির করে?

জুরাসিক পার্ক নামের চলচ্চিত্রের দৌলতে আমরা জানি সেটাও বানানো সম্ভব।

কিন্তু যদি আমার কাছের আপন কোন মানুষ, যাকে আমি বিশ্বাস করি সে ডাইনোসর গুলো নিজের চোখে দেখে আসে? সে ছবি-ভিডিও দেখালে কিছুটা হয়তো বিশ্বাস করব।

যদি এমন হয় আমি নিজেই সাগরের মাঝে পাহাড়ঘেরা সে দ্বীপটাতে গেলাম। চোখের সামনে বড় বড় ডাইনোসর দেখলাম, তাদের গর্জন শুনলাম। তখন কি আমি অবিশ্বাস করব?

বিশাল সব আর ভয়ংকর সব উড়ন্ত সরীসৃপের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত খোলা রাখব? জীবনের মায়া আছে এমন কেউ এমন কিছু করবে না।

আল্লাহ কুরআনে জাহান্নামের যেসব শাস্তির কথা বলেছেন, নিজেকে মুসলিম বলে দাবিকারি অনেকে তা বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে জাহান্নামের আগুন ডাইনোসরের গালগল্পের মতোই। কেন? তারা তো নিজের চোখে জাহান্নাম দেখেনি। এ জন্য দুনিয়াতে কোনো খারাপ কাজ করার সময় এদের বুক কাঁপে না। হাত থামে না।

কিন্তু পৃথিবীটা তো সব সময় এমন ছিল না। এমন তো মানুষ ছিলেন যারা নির্জন ঘরে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পেয়ে পাপ থেকে থমকে গেছে। এমন মানুষ তো এখনও আছে যাদের কাছে জাহান্নামের বর্ণনা এতটাই জীবন্ত--তারা কুরআন শেখার সময় ভয়ে কাঁদতে থাকেন, ক্ষমা চাইতে থাকেন। এমন মানুষদের সাথে আমাদের এত বড় পার্থক্য হলো কিভাবে?

আল্লাহ আমাদের কাছে মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহকে --সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-- নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে তাঁকে বেশ কিছু

মুজিজাও দিয়েছেন। যেহেতু পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত তিঁনি নবী হিসেবে থাকবেন তাই তাঁকে এমন একটা মুজিজা দিয়েছেন, যা তিনি মারা গেলেও জীবন্ত থাকবে।

সেই মুজিজাটা হচ্ছে কুরআন, আল্লাহর নিজস্ব শব্দমালা। আল্লাহর শব্দমালা মানে? আল্লাহ সুবহানাহু পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষার কিছু শব্দকে বেছে নিলেন তাঁর মনের ভাব মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য। এই শব্দমালার শক্তি কত? মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, ভাবায়। জীবন বদলে দেয়। ১৪০০ বছর আগে এ শব্দ শুনে মানুষ জীবন দিয়েছে আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আজও দিচ্ছে। হাসিমুখে দিচ্ছে।

বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা আল্লাহর সাথে মানুষের যে অতুলনীয় পার্থক্য, আল্লাহর শব্দমালার সাথে মানুষের সাহিত্যেরও সেই পার্থক্য। এই পার্থক্য এতই বড়-- মক্কার অবিশ্বাসী কাফের যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, মেরেছে ও মরেছে, তারা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে কুরআন কোন মানুষের কথা নয়। সিজদার আয়াত শুনে তারা অজান্তে মাটিতে পেতে দিয়েছে মাথা। রাতের আঁধারে মুসলিমদের ঘরের পাশে লুকিয়ে তারা কুরআন শুনতো। তারা অহংকারবশত ইসলাম মানেনি কিন্তু কুরআন যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে তা মানতে বাধ্য হয়েছিল। তারা সেইসব হতভাগা, যারা ডাইনোসরদের স্বচক্ষে দেখেও গর্ভভরে পৃথিবীতে চলতে চেয়েছিল।

আরবের কাফেররা যে কথা স্বীকার করে নিল, আমরা অধুনা মুসলিমরা সে কথা মানতে গররাজি কেন? কারণ, তারা যে ডাইনোসরগুলোকে স্বচক্ষে দেখেছিল আমরা তা দেখিনি। আমাদের সামনে কুরআন আছে কিন্তু আমরা তা পড়ি না। বোঝার

মত করে পড়ি না। আমাদের কাছে কুরআন কিছু ধ্বনি, যার কোনো অর্থ আমাদের কাছে নেই।

কুরআনের একটি নাম আশ-শিফা; কিন্তু কোরআন আমাদের সুস্থ করছে না কেন? কারণ, আমরা কুরআন নামের চিকিৎসাপত্রটা পড়ি, পড়ে ভাঁজ করে তুলে রাখি। কিন্তু চিকিৎসাপত্রে দেয়া নির্দেশনাগুলো আমরা মানি না। কিভাবে মানবো? আমরা তো পড়ে চলেছি সেইসব দুর্ভোধ্য শব্দ, যা আমাদের কিছু আদেশ করে না। নিষেধও করে না।

পৃথিবীর সব পড়া বলতে বোঝায় লিখিত শব্দের অর্থ বোঝা, ব্যতিক্রম কেবল কুরআন।

পৃথিবীর সব শোনা বলতে বোঝায় একটি বার্তা কানপথে মগজে নেয়া, ব্যতিক্রম কেবল কুরআন।

ভাষার মূল কাজ যে ভাবের আদান-প্রদান, ফুরকানের ক্ষেত্রে সে মূলনীতিটা মিথ্যে হয়ে গেছে। বোবার ইশারারও অর্থ আছে, অথচ কুরআন কারীমের নেই? আল্লাহ আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন অথচ জানিয়ে দিলেন না আমাদের কি করতে হবে? অবশ্যই জানিয়েছেন। আমরা সেটাকে সম্মান দেখানোর নামে মসজিদের কাচের আলমারিতে আটকে রেখেছি। যাদের অন্তরে কুরআন মুখস্থ হিসেবে সংরক্ষিত আছে তাদের মস্তিষ্কেও কুরআনের ভাব নেই, বার্তা নেই। কি দুঃখজনক! অথচ কুরআন

সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছিলেন, আমাদেরকে দিয়েছিলেন কুরআন নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব।

আমাদের অতি ব্যস্ত নগরজীবনে বাংলা-ইংরেজি শেখার পরে আসলে আরবি শেখার সময় মেলে সামান্যই। ৫০-৬০ বছরের জীবনের প্রস্তুতি নিতে নিতে ৩০ বছর বয়সেও নতুন ভাষা শিক্ষা করতে আমাদের আপত্তি হয় না। কিন্তু অনন্তকালের যে-জীবন, সে-জীবনের জন্য যে কুরআন পড়ে বোঝা আবশ্যক, সে বোধোদয় আমাদের জীবনে হয় না।

যারা ইসলামকে খুব ভালবাসছেন, তারাও অন্যের মুখে ডাইনোসরের গল্প শুনে তৃপ্ত হয়ে কবরে চলে যাচ্ছেন। আল্লাহর শব্দরাজির যে-অর্থ একটা মানুষ বুঝল, সে হয়তো সেটা বাংলা বা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে; কিন্তু আসলে কি কুরআনের অনুবাদ করা চলে? কুরআন মুজিজা যে-কারণে সেই ভাষাগত কারুশৈলীর ভাষান্তর কি চলে? মহান আল্লাহ আর মানুষের যে-তফাৎ, আল্লাহর শব্দচয়ন আর অনুবাদকের শব্দচয়নেও সেই একই তফাৎ। আকাশ পাতাল তফাৎ। বেহিসাবে তফাৎ।

এতক্ষণ ধরে যে সমস্যাকাহন আমরা শুনলাম তার সমাধান কী? একেকজন একেক পদ্ধতিতে আগাচ্ছেন। কেউ ছোট বাচ্চাদের মতো করে আরবি শেখার চেষ্টা করছেন, কেউ অনলাইনে ক্লাস করছেন, কেউ কেউ তো একেবারে মাদ্রাসাতেই ভর্তি হচ্ছেন। আমাদের এ সব ভাইয়ের ঐকান্তিক এসব প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করে নিন। জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়েও যারা এসব প্রচেষ্টা নিচ্ছেন তারা আদতে আরবি শিখে উঠতে না

পারলেও অন্তত আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা 'নিচু' করে বলতে পারবে, যখন থেকে বুঝেছিলাম তখন থেকে আরবি শেখার চেষ্টা করেছিলাম। কে জানে, হয়তো আল্লাহর কালাম বোঝার এই স্পৃহার কারণে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন তাকে।

যে ১০টি কারণে মুসলিমদের আরবি ভাষা শেখা উচিত

০১। সর্বশক্তিমান এবং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব,বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ভাষাগুলো থেকে আরবিকে একচ্ছত্রভাবে বেছে নিয়েছেন সৃষ্টিজগতের কাছে তার বাণী পৌছানোর মাধ্যম হিসেবে। এই একটি সত্যই মুসলিমদের আরবি শেখার কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই অন্য কোনো একটি ভাষায়ই শুধু নয় বরং অন্য সমস্ত ভাষাতেই কুরআন নাযিল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের পবিত্র কুরআনে বলেন,

"নিশ্চয়ই আমি একে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।"

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে আরবির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। আর আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম রহস্যগুলো এমনভাবে প্রচার করে যা অন্যান্য ভাষার দ্বারা সম্ভব নয়।

উপরন্তু আল্লাহ নিজেই আরবিকে এসব অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং অন্যান্য ভাষার উপরে একে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

০২। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাহলে প্রতিটি মুসলিমেরই কি উচিত নয় আরবি ভাষা শিক্ষা করা যেন সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বাণী উপলব্ধি করতে পারে? এই কুরআন যদিও এই পৃথিবীতে বিদ্যমান, কিন্তু এর উৎপত্তি এই পৃথিবীতে হয়নি। বরং এটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

মহান আল্লাহ নিজেই বলেন,

"নিশ্চয়ই এটি(আল-কুরআন) সেই সত্ত্বার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি মহা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।"

তাহলে এটি কিভাবে হতে পারে যে একজন মুসলিম এই দুনিয়াতে অনেককিছু করার সময় পায় অথচ সে আল্লাহর পবিত্র কিতাব এবং তার রাসূলের(সাঃ) সুন্নাহ যেই ভাষায় এসেছে তা শেখার সময় পায়না!!

আমাদের মধ্যে অনেকেই সময়, শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে দুনিয়াবি অনেক বিষয়াদি শেখে। অথচ সেই তুলনায় আখিরাতের বিষয়গুলো শেখার জন্য কোনো সময়ই ব্যয় করেনা। আমরা যদি সত্যকার অর্থেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হই তবে আমাদের এক সেকেন্ডও দেরি করা উচিত নয় আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূলের (সাঃ) এর সুন্নাহর ভাষা শেখায় মনোনিবাস করায়।

কুরআন এবং সুন্নাহ কতো মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ন। অথচ আমাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং বঞ্চিত থাকাকেই বেছে নেয়।

০৩। কুরআন অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে অনন্য এবং শ্রেষ্ঠ। অনেক আলেমই এর কারণ হিসেবে এর ভাষাকেই গণ্য করতেন। এমনকি আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র গড়েই উঠেছে কুরআনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনার উদ্দেশ্যে। এই শাস্ত্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে কুরআন বাগ্মীতা ও অলঙ্কারবিদ্যার সর্বোচ্চ চূড়ার প্রতিচ্ছবি বহন করে। এটি রচনাশৈলীর দিক থেকে অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

তবে কুরআনের এই রচনাশৈলীর সমাদর করার জন্য আগে থেকেই জানা দরকার আরবি ভাষার জ্ঞান। তাই যারা আরবি ভাষা শেখেনি তারা চিরকাল কুরআনের রচনাশৈলী ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে।

০৪। আরবি ভাষায় বর্ণিত কুরআন এবং সুন্নাহ বাদেও ইসলামের অনেক সমৃদ্ধ সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলো থেকে এসেছে। আরবি ভাষা না জানার কারণে আমরা নিজেদেরকে ১৪০০ বছরের ইসলামি জ্ঞান-গরিমা থেকে বঞ্চিত করছি। এই জ্ঞানের সমটুকুই ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর উপকারে এসেছে।

ইসলামি মূলনীতিগুলো রক্ষা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা গড়ে উঠেছে। আর তা হয়েছে ইসলামের প্রচার প্রসারের পরপরই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলো আজও পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে এবং মজলিসে পড়ানো হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের ঐতিহ্য আরো প্রচার-প্রসার হচ্ছে।

পূর্ববর্তী আলেমদের অবদান না থাকলে আমরা ইসলামকে এখন যেভাবে পেয়েছি সেভাবে পেতাম না। আল্লাহ যেন তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দান করেন, ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের অবদানের প্রতিদানস্বরূপ।

০৫। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু শাখা সুনির্দিষ্টভাবে আরবি ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় ভাষাগত। এই বিষয়গুলো বুঝতে হলে আরবি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বিষদ জ্ঞান থাকতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে তাফসিরশাস্ত্র, হাদিসশাস্ত্র, ফিকহশাস্ত্র,আকিদাশাস্ত্র।

এর কারণ হলো ইসলামের প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ এবং উভয়ের ভাষা আরবি। তাই এদের বাণীকে উদঘাটন করতে হলে, বিশেষভাবে কুরআনের সূক্ষ ভাষাগত অলঙ্কারের মর্ম বুঝতে হলে একজনকে অবশ্যই আরবি ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে, যা এই কাজকে সম্ভবপর করবে।

কারণ তাফসির কুরআনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদিসশাস্ত্র বস্তুত রাসুল(সাঃ) এর হাদিসের ব্যাখা-বিশ্লেষণ। ফিকহশাস্ত্র তেমনিভাবে কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত

বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আইন কানুনের বর্ণনা। আকিদাহ হলো কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত বিশ্বাসমালার সমষ্টি।

উপরের উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে এই প্রতিটি শাখা-প্রশাখা কুরআনের ভাষারই বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইসলামের বিভিন্ন শাখার আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়াও বিরল ঘটনা নয়। কারণ একেকজন একেকভাবে একটি আয়াত বা হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি নিজে যেভাবে আয়াতটির অর্থ ও ব্যাখা বুঝেছেন সেভাবে।

০৬। উমার(রাঃ) বলেন, "সুন্নাহ এবং আরবি ভাষা শিখো। কুরআন আরবি ভাষাতেই শিখো কারণ এর ভাষা আরবি।"

তিনি আরো বলেন, "আরবি শিখো কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ। এবং শিখে নাও কিভাবে বিগত লোকদের সম্পদ(ফরয কাজগুলো) বন্টন করতে হয়। কারণ এগুলো তোমাদের দ্বীনের অংশ।"

ইমাম শাফেয়ি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি ২০ বছর যাবত আরবি ভাষা শিখেন(সবচেয়ে বিশুদ্ধ উৎসগুলো থেকে) যাতে তিনি কুরআন বুঝতে পারেন।

কিছু কিছু আলেম উল্লেখ করেন যে আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এই বিধানের কারণ হলো কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের

উপর ফরয। আর যেহেতু আরবি ছাড়া সেই জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় সেহেতু আরবি শিখাও বাধ্যতামূলক।

০৭। আরবি ভাষার জ্ঞান একজন ব্যক্তির নিষ্ঠা এবং ইবাদতকে অনেক বেশি অর্থবহুল করে তোলে। বিশেষভাবে সালাত আদায়ের সময়, কুরআন তিলাওয়াত বা শোনার সময়, খুতবা শোনার সময়, দুআ করার সময়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে আরবি ভাষা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং আমাদের মাঝে কোনো আয়োজক বা তরজমাকারীর প্রয়োজনকে নাকোচ করে দেয়।
অন্যভাবে বলা যায়, আরবি ভাষার জ্ঞান আমাদেরকে সরসরি কুরআন এবং সুন্নাহ শোনা ও বোঝার ব্যবস্থা করে দেয়।

উপরন্তু কুরআন শুধুমাত্র এর অর্থগত অনুবাদের নাম নয়। বরং এটি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা শব্দের অর্থের সমষ্টি হিসেবে বিবেচ্য। এর অর্থ হলো, একটি অনুবাদ কুরআনের আসল অর্থের যতই কাছাকাছি হোকনা কেনো, সেটি কখনোই কুরআনের সমতুল্য হবে না যা হচ্ছে মহাজাগতিক এবং আল্লাহর অসৃষ্ট বাণী।

একটি অনুবাদ সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হলো অনুমান। অর্থাৎ মানুষ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে যতটুকু অনুমান করতে পারে। এই অনুমানও হচ্ছে সীমাবদ্ধ যা কখনোই মহান আল্লাহর অসীম বাণীর পরিপূরক হতে পারেনা। আল্লাহর এই আয়াতকে একটু বিবেচনা করে দেখুন।

আল্লাহ বলেন,

“বলুন (হে মুহাম্মাদ(সাঃ)), যদি সমুদ্রগুলো কালি হতো আপনার রবের বাণী লেখার উদ্দেশ্যে তবে তা ফুরিয়ে যেত আপনার রবের বাণী লিখে শেষ করার পূর্বেই। যদিও এর সাথে আরো সমুদ্র যোগ করা হয়।”

আল্লাহ আরো বলেন,

“যদি পৃথিবীর গাছগুলো কলম হতো এবং সমুদ্রগুলো(কালি হতো), এবং আরো সাত সমুদ্র এর সাথে যোগ করা হতো তবুও আল্লাহর বাণী লিখে শেষ হবেনা। নিশ্চই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী।“

উপরন্তু অনুবাদের উপরে নির্ভরশীল হওয়ার (যা নিজেই ত্রুটিপূর্ন কারণ মানুষ তার অনুমান অনুযায়ী অনুবাদ করছে) অর্থ হলো একজন ব্যক্তি সর্বদাই কুরআনের সত্যিকারের প্রভাব, ঐশর্য এবং অনবদ্য মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কুরআনের নিছক অনুবাদ মানুষের চোখকে অশ্রুসিক্ত করে না। বরং অন্তরে কাপুনি জাগানো শব্দগুলো এবং অর্থের পরিপূর্ণ মাধুর্য মানুষের চোখে অশ্রু বয়ে আনে।

০৮। অনুবাদসমূহের সমস্যাগত দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে যৌক্তিক কারণেই মুসলিমদের আরবি শিখা উচিত। আমাদের ইসলামী ঐতিহ্যের বেশিরভাগই অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য নয়। উপরন্তু অনুবাদগুলোর ত্রুটি আর সীমাবদ্ধতা তো আছেই। তা নিম্নমানের অনুবাদ থেকে শুরু করে ভুল ব্যাখ্যা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

০৯। ভাষা যেহেতু সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এর অনবদ্য প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। ঠিক তেমনি আরবি যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এরও কিছু ইসলামী প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কুরআন এবং সুন্নাহ আরবি ভাষার উপর গভীর এবং সুদূরপ্রসারী দাগ কেটে গেছে। তাইতো আরবির মৌলিক বিষয়বস্তু ১৪০০ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

১০। কিছু কিছু প্রাচ্য ভাষাবিদ ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষবশত আরবি ভাষা শিখেছে যাতে তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে পারে এবং মুসলিমদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে। তাহলে মুসলিমরা কেন তাদের ইমান এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় চেতনাদীপ্ত হয়ে ইসলামকে সমস্ত অনৈসলামিক শক্তি এবং ইসলামের শত্রুদের থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আরবি চর্চা করেনা?

আরবি ভাষা শেখার ১০১ কারণ

পার্থিব লাভ কিংবা আগ্রহ যেটাই হোক না কেন, মাতৃভাষার বাইরেও আমরা অনেক ভাষা শিখে থাকি। তবে এর মধ্যে আরবি ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয়, যেহেতু আমরা এটা শিক্ষা করার লাভ সম্পর্কে অবগত নই অথবা তেমন চিন্তা করে দেখিনি। এখানে আমরা আরবি ভাষা শিক্ষার কয়েকটি গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে চাই।

আরবি ভাষা শেখার অনেকগুলো কারন রয়েছে।

প্রথমত, অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারা। মহান আল্লাহ কুরআনে যেখানে আরবি ভাষার উল্লেখ করেছেন সেখানে আরবি ভাষার মর্যাদা বর্ণনা করেননি বরং মূলত এটা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের জানা আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। তিনি বলেন,

إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُرْآنًاعَرَبِيًّالَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে করেছি কোরআন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (কুরআন ৩৪:৩)

অন্যান্য কিতাবগুলোও স্ব স্ব নবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। ভাষাটা এখানে মূখ্য নয়। মূখ্য হল বার্তা বা সংবাদ যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বোঝাতে চান। আরবীকে এজন্যই কুরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন আরববাসীরা তা বুঝতে পারেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاإِلَيْكَ قُرْآنًاعَرَبِيًّالِّتُنذِرَأُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন। (কুরআন ৪২:৭)

তাহলে প্রশ্ন আসে যে অনারবরা যাদের ভাষা আরবি নয় তারা কিভাবে বুঝবে! উত্তর খুব সহজ, তাদেরকে এটা শিখতে হবে। আর যেহেতু এই কাজটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে এজন্য মহান আল্লাহ এর শিক্ষাকে সহজ করেছেন। তিনি বারংবার কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَلَقَدْيَسَّرْنَاالْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। (কুরআন ৫৪:১৭)

দ্বিতীয়ত, আরবি জানলে কুরআনের আয়াত বা হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা কদরের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি লক্ষ্য করি,

إِنَّاأَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِالْقَدْرِ [٩٧:١] وَمَاأَدْرَاكَ مَالَيْلَةُالْقَدْرِ [٩٧:٢] لَيْلَةُالْقَدْرِخَيْرٌمِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ]
[٩٧:٣

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি “লাইলাতিল কাদরি” পরের আয়াতগুলোতে “লাইলাতুল কাদরি”। যারা আরবি জানেন না তারা মনে রাখেন এভাবে যে প্রথমে “লাইলাতিল” ও পরের দু’টিতে “লাইলাতুল”। এমনিভাবে কুরআনে আপনি দেখবেন কোথাও মু’মিনুন আবার কোথাও মু’মিনিন। সাধারণভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য, কিন্তু আরবি জানা থাকলে বাক্যের গঠনই আপনাকে বলে দেবে কোথায় কি হবে।

তৃতীয়ত, **কুরআন হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে যখন আপনি ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবি না জানলে আপনাকে আলাদা করে পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুন সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি আয়াত বা হাদিসের শব্দে শব্দে বিচরণ করা সম্ভব হয়না।**

চতুর্থত, **কুরআনের অনেকগুলো আলৌকিকত্বের মধ্যে একটা হল তার ভাষা। যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবি ভাষা বোঝা ব্যাতিত এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এর মত একটা সূরাও রচনা করতে পারবে না।**

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَافَأْتُوابِسُورَةٍمِّن مِّثْلِه

যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (কুরআন ২:২৩)

মানুষ ও জ্বীন উভয়ে মিলেও কেন কুরআনের একটা সূরা রচনা করতে পারবে না? কি এমন গভীরতা এর মাঝে যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই আরবি জানতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুবাদ কখনই আল্লাহর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে যদিও কবিতার ভাবার্থ বোঝা যায়, কিন্তু কখনই কবিতার আসল স্বাদ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

সবকিছু বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবি জানার বিকল্প নাই।

আরবি শেখার ৭ কারণ

০১। অনুবাদ ছাড়াই রবের কথা বুঝতে পারাঃ

আমাদের প্রিয় কোনো ব্যক্তি যদি ভিনদেশী ভাষায় আমাদের কাছে একটি চিঠি পাঠাতো, তাহলে আমরা এর পাঠোদ্ধারে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতাম। আমরা এর অনুবাদ করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু এর সত্যিকার বক্তব্য মূল ভাষাতেই কেবল পুরোপুরি বোঝা সম্ভব। কোরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষা অর্থের দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ আর পরিপূর্ণ যে, কোনো অনুবাদই এর মূল ভাবের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।

০ ২। নবীজী (সাঃ) এর কথা বুঝতে পারাঃ

ভাবুন তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস সরাসরি আরবিতে বুঝতে পারলে কত ভালো লাগবে! আরবি জানার অর্থ হলো রাসূলের হাদীসগুলো কোনো অনুবাদের সাহায্য ছাড়াই বুঝতে পারা।

০ ৩। সালাতে খুশু বৃদ্ধি করাঃ

সালাতে আপনার মনোযোগ বেড়ে যাবে। কারণ সুরাহ থেকে শুরু করে তাসবিহ-তাহমিদ সহ সালাতের প্রতিটা কথাই আপনি বুঝে বুঝে পড়তে পারবেন। তখন আপনার সালাত কেবল অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন না হয়ে রবের সাথে আপনার এক অর্থপূর্ণ কথোপকথনে পরিণত হবে।

এছাড়া তারাবীহ সালাতের সময় কি আপনার কখনো মনে হয়নি “ইশ! ইমাম সাহেব কী পড়ছেন তা যদি আমি বুঝতে পারতাম!”? আপনার সেই স্বপ্নকে সত্যি করুন আরবি শেখার মাধ্যমে।

০৪। গভীর ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী শাস্ত্রের কিতাবাদি পড়তে পারাঃ

যদিও ইসলামী শাস্ত্রের অনেক বই-ই এখন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তারপরও কিছু বইয়ের গভীরতা কেবল এর মূল ভাষাতেই অনুধাবন করা সম্ভব। হোক তা কোরআনের তাফসির, হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব।

০৫। এটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষাঃ

পৃথিবীর ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষাভাষী। ২৪টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবি। আরবি শেখার ফলে আপনি সারা পৃথিবীর আরবি ভাষাভাষিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এর ফলে আপনার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে।

০৬। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করাঃ

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে একাধিক ভাষা জানা ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। আরবি ভাষার দখল আপনার সামনে কর্মের এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচিত করে দেবে।

০৭। মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়ঃ

বর্ণিত আছে যে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেছেন, “আরবি ভাষা শিক্ষা করো। এর ফলে অন্তর শক্তিশালী হয়।” গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে দ্বিভাষী ও বহুভাষীগণ ভাবের আদান প্রদানে অধিক দক্ষ হন। তাঁদের স্মরণশক্তি ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

নতুন একটি ভাষার শিক্ষা নিঃসন্দেহে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করে। বিশেষত এর মাধ্যমে মানুষের স্মরণশক্তি তীক্ষ্ম হয় এবং মানুষের বিশ্লেষণমূলক চিন্তাভাবনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং আরবী ভাষা শেখার মাধ্যমে আপনার সামনে যেমন কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানজগত এবং একইসাথে ইসলামী সংস্কৃতির দরজা খুলে যাবে, তেমনি এসকল বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য আপনার জ্ঞানগত দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে।

ইমাম বায়হাকীর সূত্রে হযরত উমর (রা.) একটি উক্তি জানা যায়,

“আরবী শেখো, কেননা এটি হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করে এবং সাহস বৃদ্ধি করে।”

ইসলামের সাথে আরবী ভাষার নিবিড় সম্পর্কঃ

যদি আমি একে অনারব ভাষার কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রাসূল আরবীভাষী। বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা ঈমান আনয়ন করে না, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।

[হা মীম আস-সাজদাহ: 44]

আরবী ভাষার সাথে ইসলামের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন। পবিত্র কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। এবং পুরো কুরআনই আরবী ভাষায় নাযিলকৃত। এটি সম্পূর্ন আরবী এবং এতে কোনো বিদেশী শব্দ নেই।

ইমাম শাফেঈ' তার আর-রিসালাহ গ্রন্থে বলেন: **"কুরআন এই দিক নির্দেশনা দেয় যে আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশই আরবী ভাষার বাইরে নয়।"**

আল্লাহর কিতাবের **১১**টি আয়াত হতে এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে কুরআন সম্পূর্ন আরবী ভাষায় নাযিলকৃত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"বিশ্বস্ত রূহ একে নিয়ে অবতরন করেছে। আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" [সূরা শু'আরা: **১৯৩-১৯৫**]

"এমনিভাবে আমি এ কুরআনকে আরবী নির্দেশরুপে নাযিল করেছি।" [সূরা রাদ: ৩৭]

"এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি।" [সূরা শুরা: ৭]

"আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।" [সূরা যুমার: ২৮]

"এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়।" [সূরা নাহল: **১০৩**]

ইসলামী আদর্শের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক ও এর গুরুত্বকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়।

মৌলিক বিশ্বাস: এক্ষেত্রে ভাষা তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। কোনো ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে ঈমান এনে আল্লাহ, তার ফেরেশতা, রাসূল, ওহী, বিচার দিবস ও কদর-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলিম হতে পারে। এক্ষেত্রে ভাষার জ্ঞান থাকা অনিবার্য নয়।

পালন: ইসলাম পালন করার জন্য কিছু পরিমান আরবী জানা অবশ্যই দরকার। উদাহরণসরূপ, নামায আদায় ইত্যাদি।

ইসলামী জ্ঞান ও আইনবিদ্যা: ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রকৃতভাবে জানতে হলে ও ইসলামী শরীয়াহর আইনসমূহ অধ্যয়ন করতে হলে আরবী ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। উদাহরণসরূপ, হুকুম শরঈ', উসূল আল ফিকহ ইত্যাদি। সকল যুগেই মুসলিম পন্ডিতগণ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক আরবীভাষা, এর নাহু-সরফের জ্ঞান, শব্দভান্ডার, ব্যকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান রাখতেন।

অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন-

‘পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন’

(সূরা আল-আলাক- ১)।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাষা আরবি-ভাষা। ধর্মীয় জ্ঞানের আলোয় বিকশিত হয়ে পৃথিবীর বা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের নানা বিষয়ে আমরা আরবি-ভাষায় জ্ঞানার্জন করে থাকি ।

আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীন আরো বলেন-

“ইয়া-সীন! আল-কুরআন প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ’ (সূরা ইয়াসিন, ১-২)।

কোন বিষয় শিক্ষা অর্জনের পর সেই বিষয়ে ধারণা অর্জন হলো জ্ঞান। জ্ঞানকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ব্যবহারের চিন্তন দক্ষতা হলো প্রজ্ঞা। আরবি-ভাষায় আল-কুরআন ও আল-হাদিসের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা মানব জগতে সুদূরপ্রসারি ভূমিকা রাখে ।

ড. মুরিস বুকাইলী বলেন- ‘আল-কুরআনের এমন একটি বক্তব্যও নাই, যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে’। বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষকালেও বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কোন বিষয়কে অসার প্রমাণ করতে পারেনি।

বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে মুসলিম মনীষীদের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। আরবি-ভাষায় রচিত তাদের কালজয়ী গ্রন্থগুলো শত শত বছর ধরে অদ্যাবধি ইউরোপে

পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত। বিশেষ করে ৭৫০- ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ- এই সাড়ে তিনশত বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠযুগ হিসেবে বিবেচিত। বলা হয়ে থাকে, স্পেন বা ইউরোপে যদি মুসলিম তথা আরবরা প্রবেশ না করতো তাহলে আধুনিক সভ্যতা আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতো ।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে আরবি-ভাষা জ্ঞান লাভ করলেও ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রসার ও ব্যাপ্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে আরবি-ভাষার অবদান ও ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

মুসলিম মনীষীদের রচনায় ভাষা হিসেবে আরবি-ভাষা সমাদৃত হয়। ইসলামী শাসনামলের কীর্তি হিসেবে পৃথিবীর নানা প্রান্তের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে আরবি-ভাষার প্রভাব দৃশ্যমান।
আরবি ভাষী বরেণ্য মনীষীদের জ্ঞান ভান্ডার, সাহিত্য, কলা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় আরব ও ইসলামি সভ্যতায় বৈপ্লবিক চিত্র প্রকাশ পায়।

ইউরোপের পুনর্জাগরণ ও শিল্প বিপ্লবের চেতনায়ও আরব সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু মুসলিমরা নয়, আরবি-ভাষায় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও লেখা হয়েছে। ভাষার উদ্ভব, উন্নতি, বিবর্তন ও সংকট ভাষার প্রবাহমান ধারারই অংশ।

আরবি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবি-ভাষার পণ্ডিতগণ যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়ও রয়েছে আরবি-ভাষার সমান বিচরণ।

আব্বাসীয় আমলে মুসলমানরা একের পর এক এলাকা বিজয় করতে থাকেন এবং বিভিন্ন জ্ঞান ও কৃষ্টির সম্মুখীন হন। তখন তারা **'বায়তুল হিকমাহ'** প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, অনুশীলন ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন, যা জ্যোর্তিবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পদার্থ, চিকিৎসা, দর্শন, ভূগোল শাস্ত্র আবিষ্কারে অসামান্য অবদান রাখে। এর সাথে বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম, সমাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞানচর্চার ফলে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা থেকেও বড় বড় গ্রন্থ আরবি-ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে আরবি চর্চা ইসলামি সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

কালের স্রোত ও সময়ের আবর্তনে আরবি ভাষা স্বমহিমায় ভাস্বর। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই যেখানে আরবি ভাষার মর্যাদা নেই। আরবি শুধু আরব মুসলিমদের জ্ঞানার্জনের ভাষা নয়, বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাবান ভাষাও ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবি ভাষার বিকাশ ধারা

ধর্মীয় শিক্ষায়ঃ

আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিকহ, ইসলামি চিন্তা, দর্শনশাস্ত্রে আরবি ভাষার অবদানও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং জনপ্রিয়তায় যে সকল রচনাশৈলী ও রচয়িতার অবদান আমরা দেখতে পাই ।

তাফসীর শাস্ত্রেঃ

ধর্মীয় কারণে আল-কুরআনকে বিশদভাবে জানার প্রয়োজনে আল-কুরআনকে মুফাস্সিরগণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। এতে আরবি ভাষা বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থসমূহ প্রণয়নে আরো সমৃদ্ধি অর্জন করে।

সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন বিখ্যাত মুফাস্সির, তাঁকে রয়ীসুল মুফাসীর (তাফসীরকারদের নেতা) ও বলা হয়।

'তানভির আল মিকবাস মিন তাফসির' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম তাফসীর জানতেন আরবি ভাষীগণ। কেননা তারা আরবি ভাষা ভালো বুঝার কারণে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চিন্তন দক্ষতা রাখতেন। ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম হাম্বল প্রমূখ সকলেই আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁদের তাফসীর গ্রন্থগুলোও আরবি ভাষাতেই রচিত।

হাদীস শাস্ত্রে

আল-কুরআনের প্রধানতম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হলো হাদিস তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিসৃত কথা, বাস্তব জীবনে কর্মানুশীলন কিংবা অন্যের কর্মের প্রতি সমর্থন। যা ধর্মীয় বিষয়কে অত্যন্ত সরল, সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে পালনে সহযোগিতা করে।

বিদায় হজ্জের ভাষণেও তিনি-এর সংরক্ষণ, প্রতিপালন, প্রচারের বিষয়েও গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ফিকাহ শাস্ত্রে

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদিসের বিশ্লেষণ ও সাধারণ্যে সহজে আমল করার পদ্ধতি হলো 'আল-ফিকহ্'। যা ইসলামী শরীয়তের 'আইন শাস্ত্র' হিসেবে বিবেচিত। আল-কুরআন ও আল-হাদিসের ভাষা যেহেতু আরবি, তাই-এর বিধানাবলীর বর্ণনাও আরবি ভাষায়। আরবি ভাষার উৎকর্ষতায় ফিক্হ শাস্ত্রের ভূমিকা অনস্বিকার্য।

আরবি ভাষা শেখায় মহানবী (সা.) যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেনঃ

আরবি শুধু একটি ভাষা নয়, এটি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম বাহক। কালের বিবর্তনে বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অনেক ভাষা হারিয়ে যেতে পারে।

কুরআনের বাহক হিসেবে আরবি ভাষা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। কেননা মহান আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আল্লহ তা'য়ালা বলেন,

"নিশ্চয়ই আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এটি সংরক্ষণ করব।" সুরা: হিজর, আয়াত: ৯)

বাংলাদেশের মতো অনারব দেশগুলোর জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা ইসলামী শিক্ষারই নামান্তর। মানুষ যত বেশি এ ভাষার কাছাকাছি আসবে ততই ইসলামকে জানবে ও বুঝবে।

সিরাতে আরবি ভাষা শেখার অনুপ্রেরণাঃ

রাসুল (সা.)-এর পবিত্র সিরাত অধ্যয়ন করলে আরবি ভাষা শিক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারের কিছু পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। তা হলো—

ক. আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসাঃ স্বভাবগতভাবে মানুষ যা ভালোবাসে তা সহজে গ্রহণ করে এবং চর্চা করে। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা আরবদের ভালোবাসো। কেননা আমার ভাষা আরবি, কোরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবি।

’ (মুসতাদরাকে হাকিম)

সুতরাং আরবি ভাষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা তুলে ধরার মাধ্যমে এ ভাষার প্রতি ভালবাসা তৈরি করতে হবে। তদুপরি ভাষাশিক্ষার আধুনিক, আকর্ষণীয় ও সহজতম পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মন থেকে আরবিভীতি দুর করতে হবে।

খ. আরবি ভাষা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করাঃ শিশুরা সাধারণত দুই বছর বয়স থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে মাতৃভাষা রপ্ত করে ফেলে। যদি এ সময় তাকে বিশুদ্ধ ভাষার পরিবেশ দেওয়া হয় তবে সে সহজেই বিশুদ্ধ ভাষা শেখে।

রাসুল (সা.)-এর শৈশবের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টি কেটেছিল তায়েফের বনু সাদ গোত্রের হালিমার ঘরে।

একাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আরবি ভাষাতাত্ত্বিক সালবি বলেন, ‘আরবের মধ্যে বনু সাদ গোত্রের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।’ পাশাপাশি সহজ-সরল, প্রকৃতিঘনিষ্ঠ ও মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত গ্রামীণ জীবনশৈলীর জন্যও এই গোত্রটি প্রসিদ্ধ ছিল। (আবুল হাসান আলী নদভী, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ)

বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বনু সাদ গোত্রের পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করে রাসুল (সা.) বলেন,

‘আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। কেননা আমি জন্মেছি কুরাইশ বংশে আর আমার শৈশব কেটেছে বনু সাদ বিন বকর গোত্রে।’ (ইমাম বাগাভি, শরহুস সুন্নাহ)

অন্য এক বর্ণনায় রাসুল (সা.) বলেন,

“আমি নবী; এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!’
(তাবরানি, আল মুজামুল কবির)।

সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। মাতৃভাষার মতো যে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশী কার্যকর। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণের সমস্বয়েই একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়।

আমাদেরকে আরবি ব্যাকরণভিত্তিক পদ্ধতি ছেড়ে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বতস্ফুর্তভাবে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

গ. আরবি কবিতাচর্চাঃ যেকোনো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার বিখ্যাত লেখকদের সাহিত্য পড়া, চর্চা করা ও মুখস্থ করার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র

সিরাতে এ বিষয়ে চমৎকার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যদিও পরবর্তী আরবি সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা জাহেলি ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু বক্তৃতা, লোকমুখে প্রচলিত কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও ওসিয়তনামাকে প্রাচীন আরবি গদ্যের নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে কবিতাই যে তৎকালীন আরবি সাহিত্যের প্রধানতম বাহন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই কবিতাকে আরব সমাজের দর্পন বলা হয়। সে সময় আরবি সাহিত্য বলতে শুধু কবিতাকেই বোঝানো হতো।

কোরআনের ভাষা বোঝার জন্য আরবি কবিতা শেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসুল (সা.) বলেন,
‘যদি তোমাদের কাছে কোরআনের কিছু (শব্দের অর্থ) অস্পষ্ট মনে হয়ে তবে তা কবিতায় অনুসন্ধান কোরো। কেননা কবিতা আরবদের (ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা সংস্কৃতির) দিওয়ান বা আকরগ্রন্থ।’ (মুসতাদরাক হাকিম)

রাসুল (সা.) নিজে কবিতা চর্চা না করলেও সাহাবিদের মধ্যে যারা কবিতা চর্চা করতেন তাদের উৎসাহিত করতেন এবং সেই সময়ের বিখ্যাত কবিদের কবিতার শ্লোক আবৃতি করতেন।

শামায়েলে তিরমিজিতে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) বলেন, ‘আরব কবিদের বলা সবচেয়ে সুন্দর কবিতা হচ্ছে কবি লবিদের এ পংক্তিটি,

'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মিথ্যা ও বাতিল,

সৃষ্টিজগতের সবকিছুই নি:সন্দেহে হবে বিলীন।'

একবার রাসুল (সা.) এর এক আঙ্গুল মোবারকে আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরছিলো,তখন তিনি একটি আরবি কবিতার এ শ্লোকটি আবৃত্তি করেন-

'তুমি তো একটি আঙ্গুলমাত্র, রক্তাক্ত হয়েছো,

তুমি যে আঘাত পেয়েছো তা তো আল্লাহ পথেই'

(শামায়েলে তিরমিজি)।

একবার এক বেদুইনের অলঙ্কারপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) বলেন,

''কিছু কথায় যাদু আছে, কিছু কবিতায় আছে প্রজ্ঞা।'

এ ছাড়াও রাসুল (সা.) এর মজলিশে অনেক সাহাবী কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অনেককে পুরষ্কৃত করতেন। অনেককে উৎসাহিত করতেন।

হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) কে **‘রাসুলের কবি’** বলা হতো। তিনি তার শাণিত কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের তীর্যক কথামালা ও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার উপযুক্ত জবাব দিতেন। রাসুল (সা.) তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন,

‘তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের কথার জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে জিবরাইলের মাধ্যমে সাহায্য কর’ (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

ঘ. বিশুদ্ধ আরবি ভাষাচর্চায় মনোযোগী হওয়াঃ

রাসুল (সা.) বলেন,

‘আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!’ (তাবরানি, আল মুজামুল কাবির)

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় রাসুল (সা.) ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি কতটা যত্নশীল ছিলেন। এ ছাড়া ‘মুসনাদুশ শিহাব’ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) তাঁর চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের বিশুদ্ধ ভাষার প্রশংসা করে বলেছিলেন, ‘পুরুষের সৌন্দর্য হচ্ছে তার ভাষার বিশুদ্ধতা।’

বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষার জন্যই আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র তথা নাহু ও সরফের উৎপত্তি হয়েছিল। আরবি ভাষার সৌন্দর্যচর্চার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল আরবি অলংকারশাস্ত্র বা ইলমুল বালাগাহ।

সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার চর্চাও রাসুল (সা.)-এর অন্যতম শিক্ষা।

আরবী ভাষার অবহেলা ও এর পরিনামঃ

মুসলিমদের পতনের পেছনে যেভাবে কাফেরদের চক্রান্ত ছিল, ঠিক একইভাবে মুসলিমদের মধ্যেও বেশ কিছু দূর্বলতা দেখা দিয়েছিল। এবং এসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম এক কারণ হলো আরবী ভাষার প্রতি অবহেলা। যদিও মুসলিমরা এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, কাফেররা ঠিকই এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল।

এ জন্যই তারা আরব-তুর্কিদের মধ্যে বিভেদ লাগানোসহ আরো অনেক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল।

শাইখ তাকী (রহ) তার বই "ইসলামী রাষ্ট্র"-তে বলেন:

"এরপর ইসলামের শত্রুরা আরবী ভাষার উপর আক্রমণ চালায়। কারণ, এই ভাষাতেই ইসলাম এবং এর হুকুম আহকামকে প্রচার করা হয়। তাই, তারা ইসলামের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ককে ছিন্ন করতে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। কিন্তু, প্রথমদিকে তারা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, প্রথমদিকে মুসলিমরা যে দেশই জয় করেছে

সেখানেই তারা কোরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এবং জনগণকে তারা এ তিনটি জিনিসই শিক্ষা দিয়েছে।
বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আরবী ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলেছে। কিছু কিছু অনারব এ ব্যাপারে এতো পারদর্শীতা অর্জন করেছে যে, তারা ইসলামের প্রখ্যাত মুজতাহিদও হয়েছে। যেমন, ইমাম আবু হানিফা।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে, আরবী ভাষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কারণ, এ সময় এমন সব শাসকেরা ক্ষমতায় আসে যারা আরবী ভাষার প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং এ বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অবহেলা করতে থাকে।

ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের আরবী ভাষার উপর দখল কমে যায় এবং ইজতিহাদের প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যেকোনো বিষয়ে শরীয়াহ্‌র হুকুম খুঁজে বের করতে হলে, যতগুলো উপাদান অপরিহার্য তার মধ্যে আরবী ভাষা একটি।

বস্তুতঃ ইতিহাসের এই পর্যায়ে, আরবী ভাষা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, রাষ্ট্রের শরীয়াহ্ সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেইসাথে, অস্পষ্ট হয়ে যায় শরীয়াহ্ আইনকানুন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল ও রুগ্ন করে ফেলতে এ বিষয়টি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন নতুন সমস্যা সমূহকে বোঝা এবং সে সমস্যাগুলোর মুকাবিলা করা কঠিন হতে থাকে।

একসময় রাষ্ট্র উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় কিংবা সমাধানের লক্ষ্যে ভ্রান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

এভাবে, সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একসময় অন্তহীন সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে।"

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় এ ভাষা অবহেলার পরিনাম কতটা মারাত্মক ছিল।

উপসংহারঃ

পৃথিবীতে বিদ্যমান ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে। আরবি ভাষা জানা ও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে সার্বিক উন্নতি সম্ভব, তা আমরা বর্তমান বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারি । ধর্মীয় জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে একমাত্র আরবি ভাষা জানার মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের জীবন বিধান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

তারপর আল-হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগে অবশ্যই আমাদের আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমন যে কোনো মাধ্যমের জ্ঞান আল-কুরআন-এর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

শুধু মুসলিমদের জন্য নয় আল-কুরআন যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জন্য দিশারী তাই সকলেরই আরবি জানা আবশ্যক।ড. মরিস বুকাইলি মদিনায় দীর্ঘ আট বছর অবস্থান করে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার পর আল- কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়ে যান। আরবি ভাষা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার। এ যেন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। আরবি ভাষা জানার মাধ্যমে সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা অর্জন করা সম্ভব।

সুতরাং আমাদের আরবী ভাষা শিখতে হবে। শুধুমাত্র সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক যোগাযোগের আরবী ভাষা নয় যা আমাদের দেশের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা একাডেমি শিক্ষা দেয়। বরং আমাদের আরবী শিখতে হবে দ্বীনকে বোঝার জন্য। ভাষা শিক্ষাকে আমাদের কঠিন কোনো কিছু মনে করা উচিত নয়।

আর কেন আমরা আরবী ভাষা শেখাটা কঠিন মনে করব যখন আমরা জানি যে যাইদ (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হিব্রু ভাষা শিখতে বলেছিলেন তখন তিনি তা মাত্র ১৫ দিনে সম্পন্ন করেছিলেন। তার সময়ে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা একাডেমি ছিল না অথচ আমাদের সময়ে তা আছে। তার সময়ে কোনো টেকনোলজিও ছিল না তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য অথচ আমাদের সময়ে তা আছে।

আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন কাজের জন্য ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ শিখতে পারলে আরবী কেন পারবো না! আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি যাতে তিনি আমাদের তাঁর কিতাবের ভাষার সঠিক জ্ঞান দান করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আর যারা আমার পথে চেষ্টা সংগ্রাম করে তাদের আমি অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দেব। আর আল্লাহ অবশ্যই রয়েছেন তাদের সাথে যারা সবচেয়ে উত্তমরুপে কাজ সম্পাদন করে।"

[আনকাবুত: ৬৯]

তথ্যসূত্র:

১। গুগল
২। উইকিপিডিয়া
৩। মুসলিম মিডিয়া ব্লক
৪। https://drabuyusuf.com
৫। একাডেমিক ডেস্ক, ভাষা গুরুকুল
৬। এস এম নাহিদ হাসান (বই- আরবি ভাষা শিক্ষা অভিযান)
৭। আই.আই.আর.টি (বই- আরবি ভাষা শিক্ষা অভিযান)
৮। শরিফ আবু হায়াত অপু (বই- আরবি ভাষা শিক্ষা অভিযান)